Independent Review of iRBD Bangladesh's Development

বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা

বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০২৪-২৫

সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ

ঢাকাঃ ২৯ জানুয়ারি ২০২৫

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

www.cpd.org.bd

সিপিডি আইআরবিডি ২০২৫ টিম

এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে মূখ্য ভূমিকা রেখেছেন *ড. ফাহমিদা খাতুন*, নির্বাহী পরিচালক; *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান*, সম্মাননীয় ফেলো; *ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম*, গবেষণা পরিচালক; *মুনতাসির কামাল*, গবেষণা ফেলো; এবং *সৈয়দ ইউসুফ সাদাত*, গবেষণা ফেলো, সিপিডি।

এই গবেষণায় আরও নিযুক্ত ছিলেনঃ

জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী		
আবু সালেহ মোঃ শামীম আলম শিবলী	*তামিম আহমেদ*	*হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী*
গবেষণা সহযোগী		
এম তানজিম হাসান খান		
প্রোগ্রাম সহযোগী		
আফরিন মাহবুব	*প্রীতিলতা খন্দকার হক*	*আনিকা তাসনিম অর্পিতা*
জান্নাত শারমীন চৌধুরি	*অনিন্দিতা ইসলাম*	*আবরার আহম্মদ ভূঁইয়া*
নুজায়রা জারীন	*আয়েশা সুহাইমা রব*	*সাফ্রিনা কামাল*

সিপিডি আইআরবিডি ২০২৫ টিম এর সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছেন *মুনতাসির কামাল*।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য সিপিডি আইআরবিডি ২০২৫ টিম অধ্যাপক রেহমান সোবহান, চেয়ারম্যান, সিপিডি এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

সিপিডি আইআরবিডি ২০২৫ টিম ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি কে তাঁর নির্দেশনা এবং সমর্থনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে সিপিডি'র সংলাপ ও যোগাযোগ বিভাগের সহযোগিতা আইআরবিডি ২০২৫ টিম কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে। সিপিডি'র প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের অবদানও এক্ষেত্রে যথাযথভাবে সমাদৃত। জনাব এ এইচ এম আশরাফুজ্জামান, যুগ্ম-পরিচালক, আইটি, এর সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং উপসংহার একান্তভাবে সিপিডি আইআরবিডি ২০২৫ টিম এর নিজস্ব।

সূচীপত্র

১. সূচনা

২. সরকারি আয়-ব্যয়ের গতিধারা

৩. মূল্যস্ফীতি কমাতে সরবরাহ শৃঙ্খলের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা

৪. বাংলাদেশের বৈদেশিক খাতের পর্যালোচনা

৫. বিনিয়োগ পরিস্থিতির মন্দাকাল

৬. ধান ও গম খাত: নিম্ন উৎপাদন ও উচ্চ ব্যয়ের বৃত্তে

৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংকট: আবদ্ধ “দুষ্টচক্রে”

৮. ব্যাংকিং খাতের সংস্কার প্রস্তাব

৯. উপসংহার

১. সূচনা

সূচনা

- বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে দিয়েছে
- পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জোরালো দাবি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দুর্বলতা সবসময়ই বিরাজমান ছিল
  - এর প্রমাণ মেলে রাজস্ব সংগ্রহের ধীরগতি এবং এর ফলশ্রুতিতে আর্থিক সংকুলানের স্থান সংকুচিত হওয়ায়, বাজেট ঘাটতি মেটাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণের ওপর উচ্চ নির্ভরতায়, তফসিলি ব্যাংকগুলিতে তারল্যের সঙ্কটে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অব্যাহত দাম বৃদ্ধিতে এবং বহিঃখাতের ভারসাম্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবনতিতে
- দুঃখজনকভাবে, চলমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিধারায় উন্নতির লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না
- ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর ৮ আগস্ট গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কয়েকটি খাতভিত্তিক সংস্কারমূলক কর্মসূচিসহ বেশকিছু অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে
  - তবে, জনগণের জীবনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে স্বস্তি আনার মতো কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই উদ্যোগগুলি এখনও অর্জন করতে পারেনি

সূচনা

- চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির বহুমাত্রিকতার প্রেক্ষিতে, সব খাত এবং অংশীদারদের লক্ষ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন
- তাৎক্ষণিক এবং মধ্যমেয়াদী উভয় প্রভাব বিবেচনা করে একটি ত্রিমুখী পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায়। এই ত্রিমুখী পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে (১) সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা; যাতে তারা অর্থনৈতিক ধাক্কা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুটা সময় পায়, (২) বছরের পর বছর ধরে পুঞ্জীভূত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা, এবং (৩) সামষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলি শক্তিশালী করার জন্য সংস্কার গ্রহণ এবং তা টেকসই করা
- এটি অনস্বীকার্য যে, ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল কর্মসংস্থানের অভাব। পূর্ববর্তী সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি বেকারত্ব পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছিল এবং সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করেছিল। তাই জুলাই আন্দোলন রাষ্ট্রের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কারের মাধ্যমে একটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল
- অর্থনৈতিক নীতি সংস্কার হচ্ছে বৈষম্য হ্রাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রধান পদক্ষেপ

সূচনা

- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি বাংলাদেশ অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছে
- এই আইআরবিডি পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়গুলি অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। আশা করা যায় যে, এর ফলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিছু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সরকার সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে

২. সরকারি আয়-ব্যয়ের গতিধারা

প্রেক্ষাপট

- চলতি ২০২৫ অর্থবছর যেকোনো বিচারেই একটি অনন্য বছর। এ বছরটি গণঅভ্যুত্থানের বছর এবং স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পতনের বছর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে
- অতএব, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলিকে মূল্যায়ন করতে হবে
- এই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই বর্তমান আলোচনায় বাংলাদেশের সরকারি আয়-ব্যয়ের বর্তমান গতিধারা দেখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু পথনির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে ২০২৫ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩.৭% যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় ছিল ১৭.৭% - অর্থাৎ এখানে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা গিয়েছে
  - ২০২৫ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অর্থবছরের বাকি সময় ৪৫.১% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে; যা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়
- সামগ্রিকভাবে কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক। কর রাজস্বের দুটি উৎসেই (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ও বহির্ভূত) এই প্রবণতা দেখা গিয়েছে
  - মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে
    - জুলাই-আগস্টের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে শ্লথগতি এর বড় কারণ
- কর রাজস্ব আহরণের পরিস্থিতি বহুলাংশেই সরকারকে মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছে। তবে আইএমএফের শর্তপূরণের চাপও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে
  - বর্তমান উচ্চ-মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতিতে এ ধরণের উদ্যোগ মোটেই কাম্য নয়। কারণ পরোক্ষ কর সকল ধরণের আয়ের মানুষের জীবনেই প্রভাব ফেলে

চিত্রঃ খাতওয়ারি রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি (%)

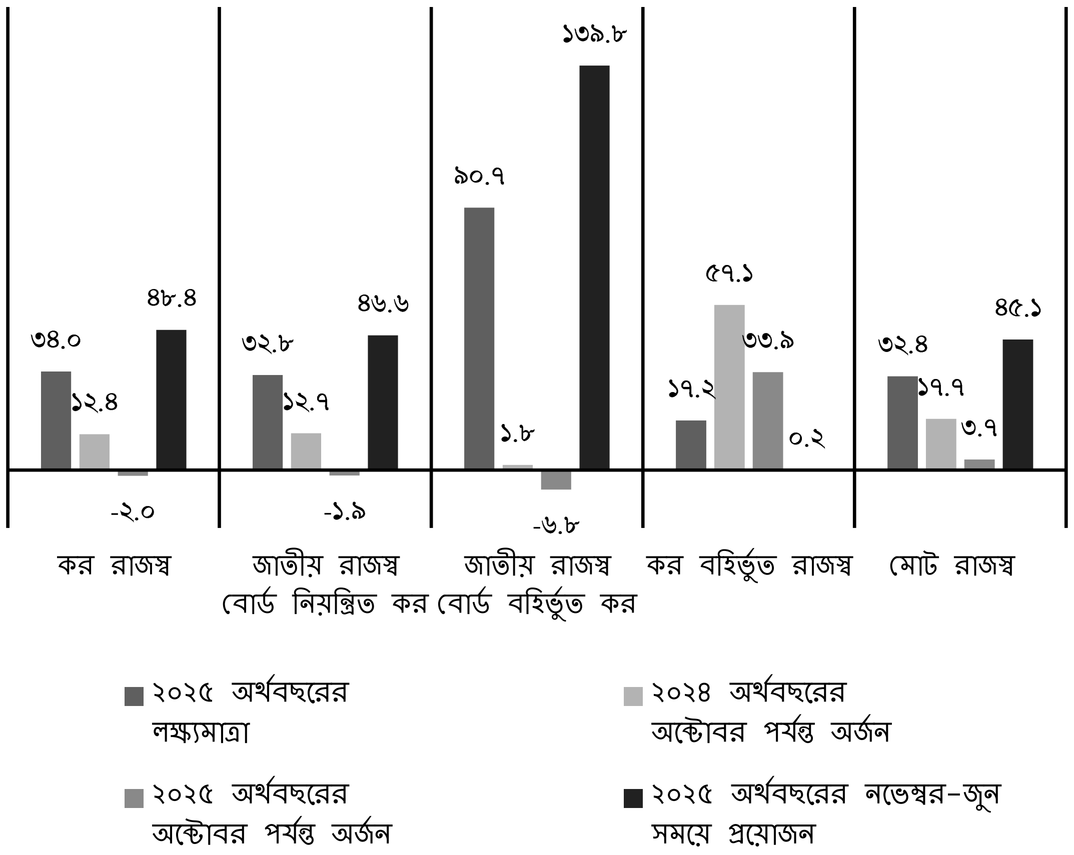

উৎসঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

সরকারি ব্যয়

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে ২০২৫ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোট বাজেট বাস্তবায়নের হার ছিল ১৮.১%। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় যা ছিল ১৬.০%
- একই সূত্রমতে, ২০২৫ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ৬.১% (পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় এটি ছিল ৮.৯%)
  - জুলাই-আগস্টের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, এডিপি প্রকল্পের পুনঃপ্রাধান্য নির্ধারণ এবং পুনর্মূল্যায়ন, প্রশাসনিক রদবদল এর বড় কারণ
- তবে, এডিপি বহির্ভূত বাজেট বাস্তবায়নের হারে জুলাই-অক্টোবর ২০২৫ অর্থবছরে কিছুটা ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়
  - ২০২৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা এডিপি বহির্ভূত খাতসমূহে অতিরিক্ত ব্যয় হয়
    - এই অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রায় ৮০% অভ্যন্তরীন সুদের ব্যয়জনিত কারণে হয়েছে
    - এর পাশাপাশি অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রায় ১০% প্রণোদনা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে
  - প্রস্তাবিত মহার্ঘ ভাতা বাস্তবায়িত হলে এডিপি বহির্ভূত খাতসমূহে ব্যয়ের চাপ আরও বাড়বে

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

- সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের তুলনায় এডিপি বিষয়ক অধিক হালনাগাদ তথ্য প্রদান করে
- আইএমইডির তথ্যানুসারে ২০২৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ১৭.৩% যা বিগত দশ অর্থবছরের মধ্যে সর্বনিম্ন
- এডিপির উপাংশগুলির ভেতর 'টাকা' (অর্থাৎ যে অংশটি দেশীয় সম্পদ দ্বারা অর্থায়ন করা হয়) এবং 'প্রকল্প সাহায্য' উভয়ের বাস্তবায়নের হারই বিগত দশ অর্থবছরের ভেতরে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায়
- বেসরকারি বিনিয়োগ যখন গতি হারিয়েছে তখন এরকম পরিস্থিতিতে সরকারি বিনিয়োগের এরূপ শ্লথগতি আগামী দিনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দুশ্চিন্তার কারণ

চিত্রঃ এডিপি বাস্তবায়নের হার (%)

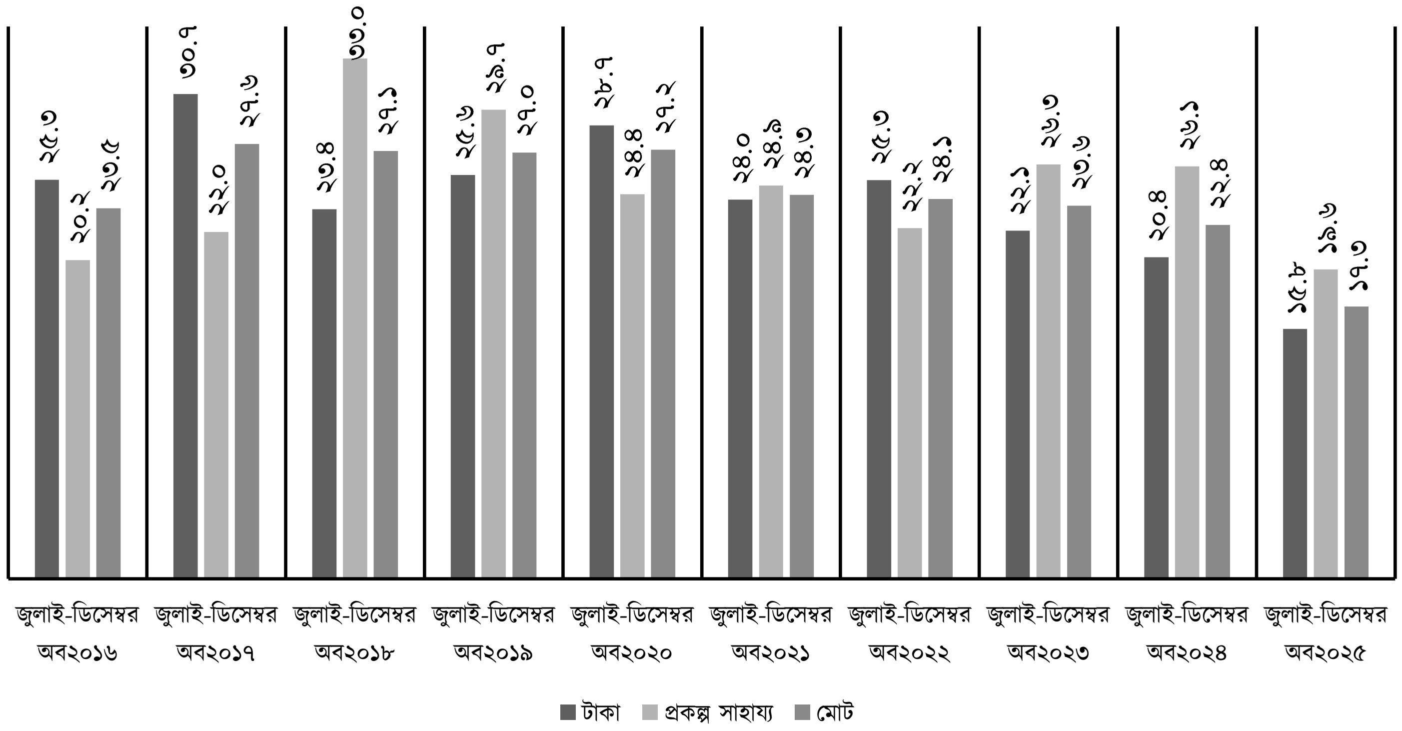

উৎসঃ আইএমইডি

বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে ২০২৫ অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোট বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২,৮৮৬ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল ২,৯৭৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এসময়ে বাজেট ঘাটতির উল্লেখযোগ্য উল্লম্ফন ঘটেছে
- বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য বর্তমান অর্থবছরে (অক্টোবর পর্যন্ত)
  - বৈদেশিক ঋণের (নীট) ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে
  - ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণের (নীট) ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে
    - এর ফলে বেসরকারি খাতের জন্য তহবিলের প্রাপ্যতা সীমিত হয়ে যেতে পারে
  - ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের (নীট) ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে
    - ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের ভেতর সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণের (নীট) ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে
- সামগ্রিকভাবে, ২০২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- উচ্চ-সুদহারের অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর এই নির্ভরতা আগামী দিনের ঋণ পরিশোধের দায়ের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে

সিপিডি (২০২৫): বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০২৪-২৫: সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ

❑আর্থিক সংকুলানের জন্য ন্যায্যতা বিনষ্ট করা সমীচীন নয়

- রাজস্ব বৃদ্ধির যেকোনো প্রচেষ্টার জন্য দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। যেমন অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা এবং অপচয় রোধ করা
- বিদ্যমান করদাতাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে করের আওতা বৃদ্ধির বিষয়টি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং আগামী ২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে গ্রহণ করতে পারে
- কর ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন এবং আধুনিকীকরণ কর আহরণ বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে
- অকার্যকর কর প্রণোদনা সনাক্ত করে পর্যায়ক্রমে তা অপসারণ করাও একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে
- সম্পদ ও সম্পত্তির ওপর করারোপ এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতির মতো বিষয়গুলিকেও করের আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিবেচনা করা উচিত
- অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজস্ব ব্যবস্থা তৈরি করতে এবং অর্থ পাচার হ্রাস করতে কর ফাঁকি প্রতিরোধ করা এবং কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা জোরদার করার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত। অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধের বিষয়টিও সরকারকে প্রাধান্য দিতে হবে

❑ সরকারি ব্যয় সঠিকভাবে এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে হওয়া প্রয়োজন

- যদিও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং আইএমএফের শর্তাবলীর অংশ হিসেবে বর্তমান ব্যয় সংকোচনমূলক পদক্ষেপগুলি অব্যাহত রাখতে হবে, কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত, কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) ওপর তাদের প্রভাব কীভাবে কম রাখা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে
- সম্প্রতি এডিপি থেকে অপ্রয়োজনীয় উদ্যোগগুলি বাদ দেওয়ার যে ধারা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে
- একইসাথে, এডিপিতে অবকাঠামোর উপর যে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে যাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো যথাযথ মনোযোগ পায়
- এছাড়াও, সরকারি যানবাহন ক্রয় এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের মতো অপ্রয়োজনীয় এবং ব্যয়বহুল সরকারি ব্যয় সীমিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে
- রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক প্রণোদনা থেকে বের হয়ে আসার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। যদি শেষ পর্যন্ত বাজার-ভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই আর্থিক প্রণোদনা থেকে বের হয়ে আসা সহজ হবে।

❑ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য বাহ্যিক উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং ব্যবহার করার বিষয়টি সংস্কারের ওপর নির্ভর করবে

- বাংলাদেশের বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, সব ধরনের বিদেশী অর্থায়নপ্রাপ্ত এডিপি প্রকল্প বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য
- বিশেষ করে, যে প্রকল্পগুলি শেষ হওয়ার কাছাকাছি (বিশেষ করে যেগুলি ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে ৮৫ শতাংশের বেশি সম্পন্ন হবে) সেগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত
  - কারণ এগুলি অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে, বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থান তৈরিতে দ্রুত অবদান রাখতে পারে
- বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক উৎস থেকে পাওয়া যাবে এমন নমনীয় ঋণ, কার্যকর অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। তবে, এই ধরনের তহবিল পেতে, সরকারি সংস্থাগুলির এডিপি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ক্ষমতার দ্রুত উন্নতি করা প্রয়োজন।
- বাহ্যিক বাজেট সহায়তা (যেমন আইএমএফ কর্মসূচি) পাওয়ার ক্ষেত্রে নীতিগত সংস্কার প্রায়শই নির্ধারক হয়ে ওঠে
  - এই তহবিলের সঠিক ব্যবহার এবং জবাবদিহিতাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ

❑ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ

- আর্থিক সংকুলানের বৃদ্ধি এবং সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে ন্যায্যতার বিষয়গুলিতে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আগামী দিনের জন্য সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূল স্তম্ভ হওয়া উচিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সহায়তা করা।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উচ্চমূল্য অব্যাহত থাকার চ্যালেঞ্জটি সরকারি ব্যয় কাঠামোর মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে
  - এক্ষেত্রে, নিম্ন ও সীমিত আয়ের পরিবারগুলির পাশাপাশি ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত
  - নারী, যুব এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে কেন্দ্র করে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে একটি বৃহত্তর এবং লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ করা অপরিহার্য

পথনির্দেশিকা

- **সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ**
  - বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি যে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে অর্থবহ সংস্কারের সম্ভাবনার সাথে সাথে বেশকিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে
  - সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত হলেও এর সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলিও মোকাবেলা করা জরুরি
  - রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সুশাসনের উপর মনোনিবেশ করে সরকার আরও কার্যকর ও দক্ষ কর ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে এবং করদাতা ও বেসরকারি খাতের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি করতে পারে
  - এছাড়াও, জনগণের অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি টেকসই পরিকল্পনা করা প্রয়োজন
  - এই ধরনের উদ্যোগগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন

৩. মূল্যস্ফীতি কমাতে সরবরাহ শৃঙ্খলের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা

ভূমিকা

- বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থা থেকে একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য ছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি।
- এ ধরনের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে।
- মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মতো কঠিন কাজের মুখোমুখি হয়ে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিছু প্রচলিত নীতি অবলম্বন করলেও খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনা এবং সুশাসনের দিকে মনোনিবেশ করেনি।
- ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম এখনও উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে।

ভোক্তা মূল্য সূচকে (সিপিআই) পরিবর্তন

- ❑ ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে খাদ্য, খাদ্য বহির্ভূত এবং সাধারণ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে।
- ❑ আঞ্চলিক মূল্যের পার্থক্য, ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয়, কার্টেলের প্রভাব এবং কৃষি পণ্য মজুদসহ বেশ কয়েকটি কারণে খাদ্যের দাম বেড়েছে।
- ❑ মুল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধির আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা।

চিত্র: পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি সূচক ২০২১-২২=১০০)

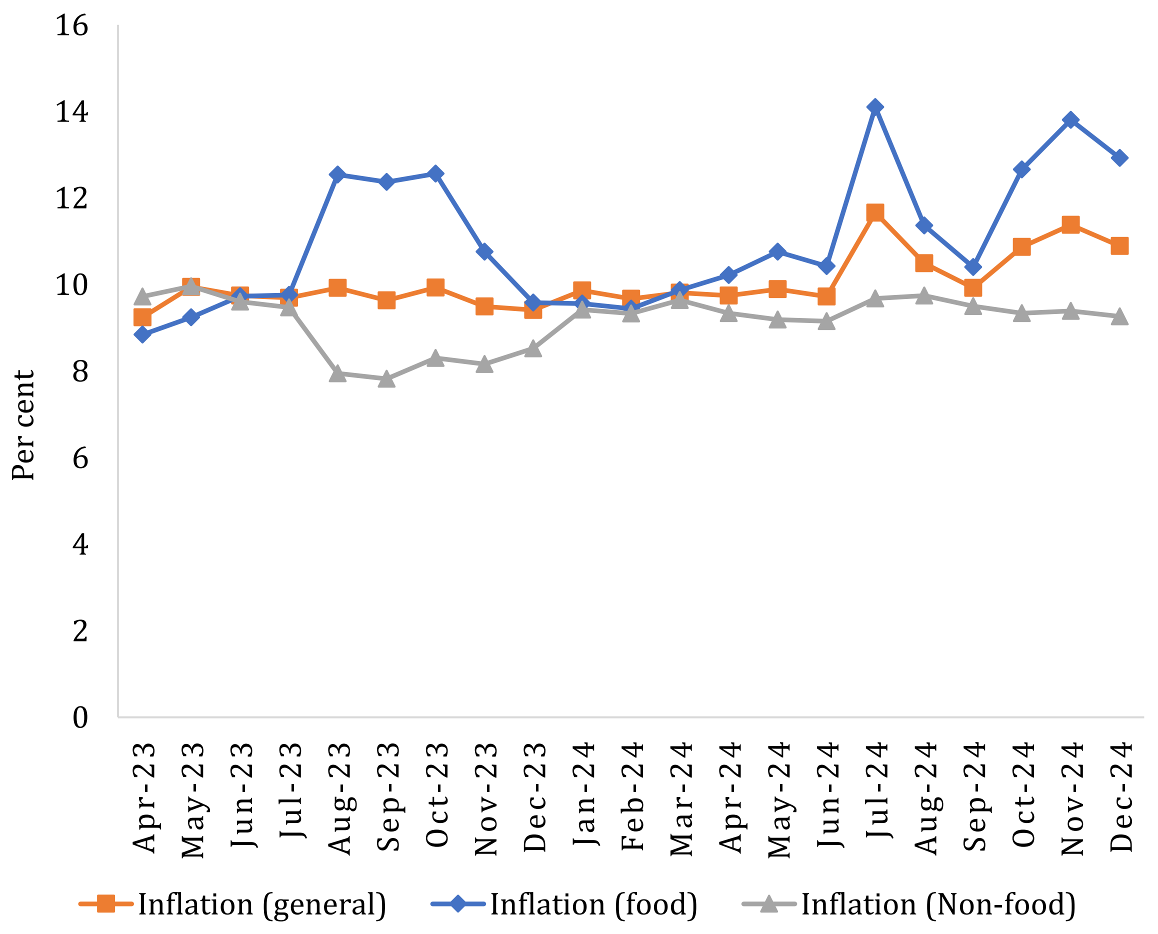

Source: CPD illustration based on data from Bangladesh Bank

ভোক্তা মূল্য সূচকে (সিপিআই) পরিবর্তন

- ভৌগোলিক পার্থক্যের দিক থেকে, ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট সাধারণ এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর এই ২১ মাসের মধ্যে ১৬ মাসে গ্রামীণ এলাকায় শহরাঞ্চলের তুলনায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সাধারণ সিপিআই মুল্যস্ফীতির হার বেশি ছিল।
- গ্রামীণ এলাকায় মূল্যবৃদ্ধির এই বৃদ্ধি উদ্বেগজনক; কারণ গ্রামীণ এলাকার মানুষের মাথাপিছু আয় কম থাকে এবং শহরাঞ্চলের মানুষের তুলনায় তারা বেশি ঝুঁকিতে থাকে।

চিত্র: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর এলাকায় সাধারণ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট (শতাংশে) (ভিত্তি সূচক ২০২১-২২=১০০)

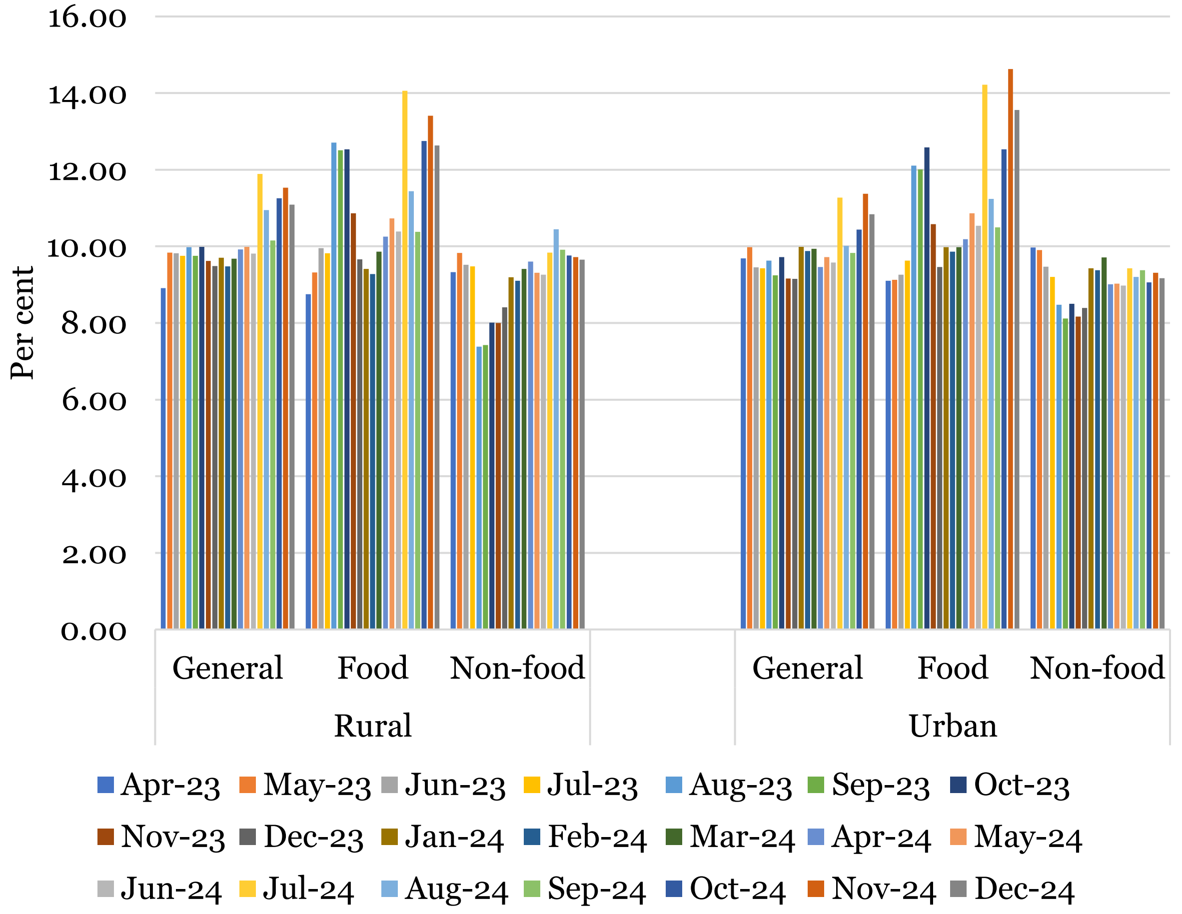

Source: CPD illustration based on data from Bangladesh Bank

❑২০২৩ সালের মাঝামাঝি থেকে থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশে চালের দাম কমতে শুরু করে

Figure: Average price of rice in Bangladesh and international markets from January 2019 to December 2024 (BDT per kg)

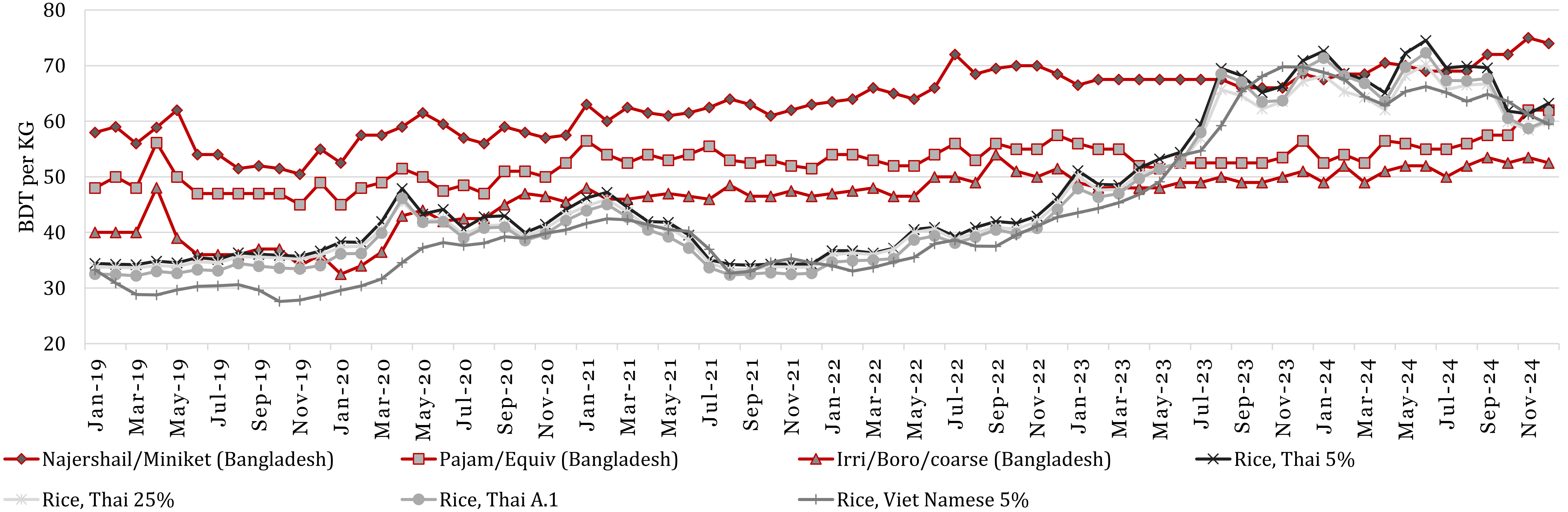

Source: CPD's illustration based on data from the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) and World Bank

গরুর মাংসের গড় দাম

❑২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব বাজারে গরুর মাংসের গড় দাম ছিল প্রতি কেজি ৭৪৮ টাকা এবং বাংলাদেশের বাজারে গরুর মাংসের গড় দাম ছিল প্রতি কেজি ৭৭৫ টাকা।

Figure: Average price of beef in Bangladesh and world market from January 2019 to December 2024 (BDT per kg)

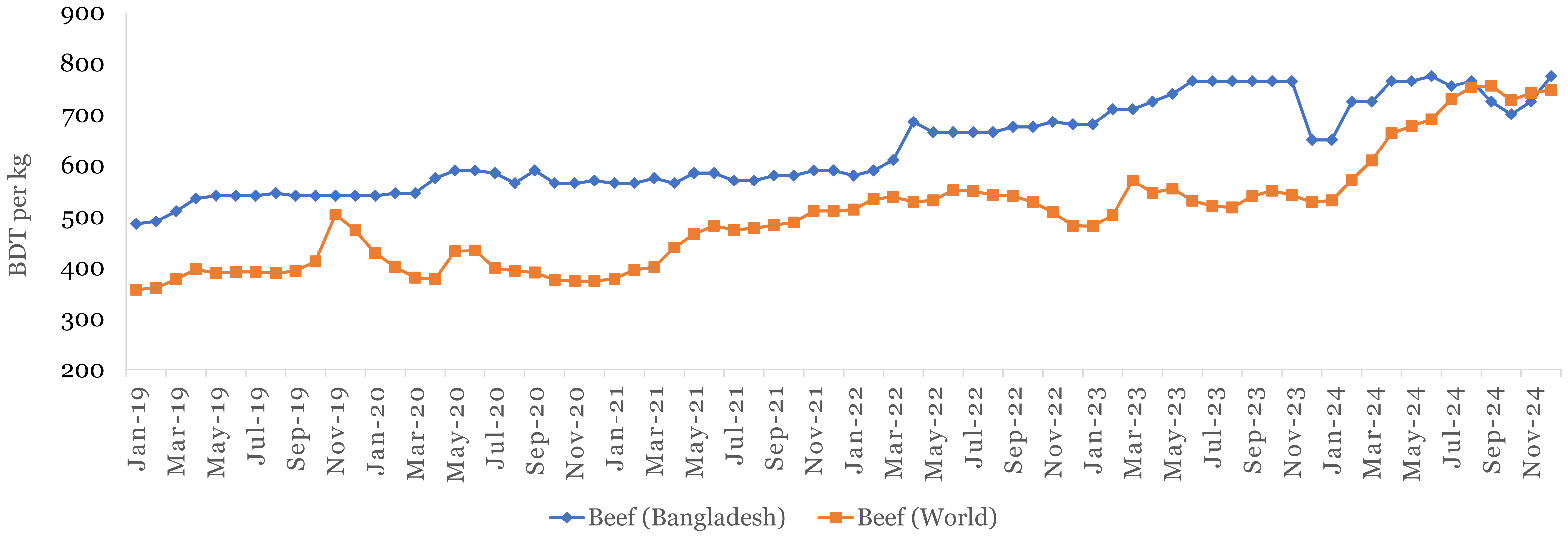

Source: CPD's illustration based on data from the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) and World Bank

Independent Review of iRBD Bangladesh's Development

সয়াবিন তেলের গড় দাম

❑২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ব বাজারে সয়াবিন তেলের গড় দাম ছিল প্রতি লিটারে ১২৮ টাকা, যেখানে বাংলাদেশের বাজারে সয়াবিন তেলের গড় দাম ছিল প্রতি লিটারে ১৬৮ টাকা।

Figure: Average price of soybean oil in Bangladesh and world market from January 2019 to December 2024 (BDT per litre)

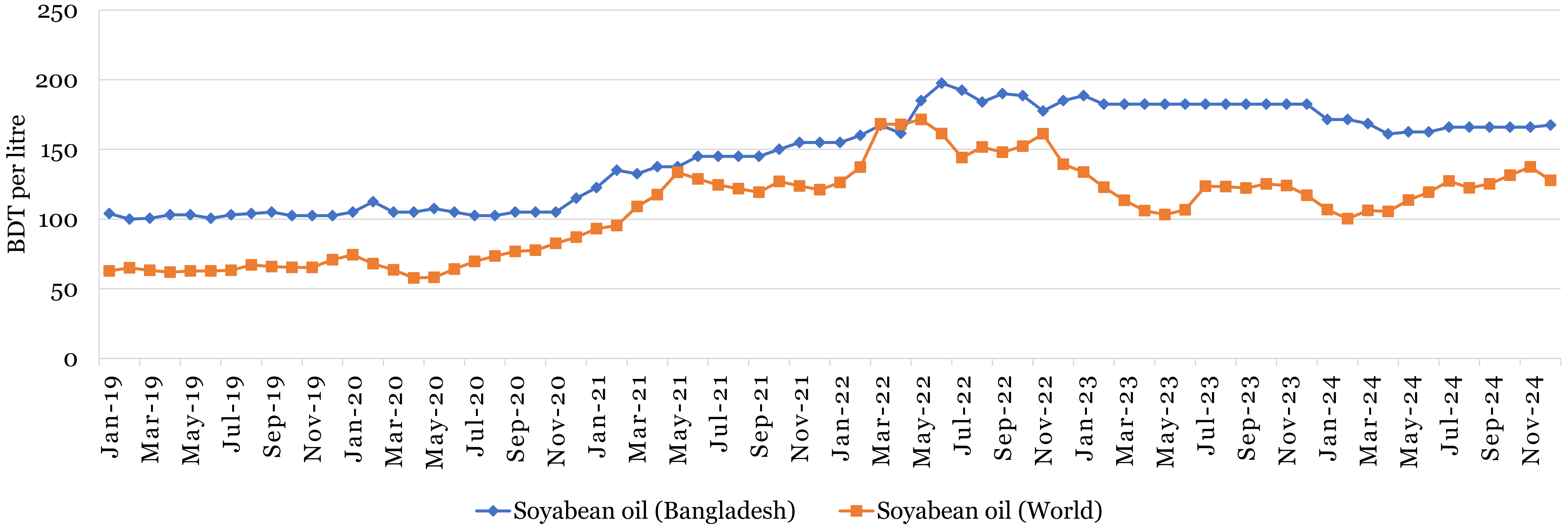

Source: CPD's illustration based on data from the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) and World Bank

চিনির গড় দাম

- ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে চিনির গড় দাম ছিল প্রতি কেজি ৪১ টাকা, বিশ্ব বাজারে প্রতি কেজি ৫৩ টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতি কেজি ৯৭ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশের বাজারে তা ছিল প্রতি কেজি ১২৬ টাকা।

Figure: Average price of sugar in Bangladesh and international markets from January 2019 to December 2024 (BDT per kg)

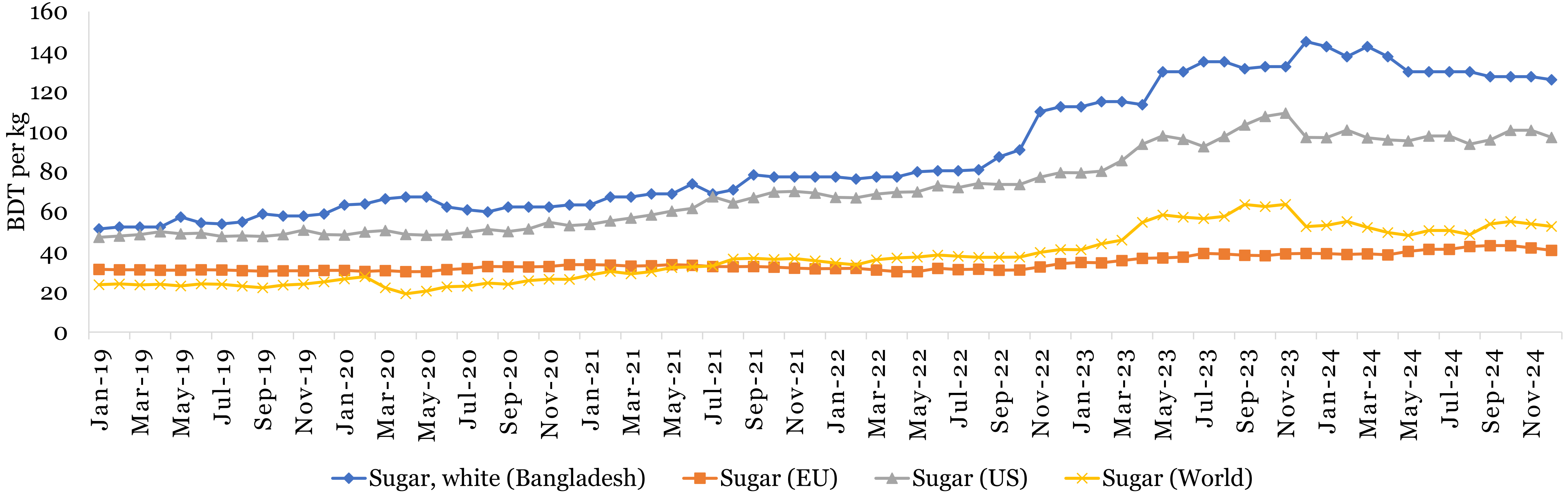

Source: CPD's illustration based on data from the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) and World Bank

প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ শৃঙ্খল

- পেঁয়াজ, আলু, বেগুন, ডিম, রুই মাছ, হলুদ, গম, মসুর ডাল, চিনি, গরুর মাংস, রসুন, আদা, সয়াবিন তেল এবং পাম তেল সহ ১৪টি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, দামের ওঠানামার ক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণ রয়েছে।
- বেশিরভাগ কৃষিপণ্যে দামের ওঠানামার জন্য মজুদদারি, কমিশন এজেন্ট বা গুদাম পরিচালনাকারীদের আধিপত্য, অপর্যাপ্ত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি পদ্ধতি, উচ্চ উপকরণ খরচ, নিম্নমানের সংরক্ষণ এবং পরিবহন সুবিধা এবং সামগ্রিক সরবরাহকে প্রভাবিত করে এমন অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া ইত্যাদি কারণ রয়েছে।
- এছাড়াও, কৃষিপণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল- বিশেষ করে পেঁয়াজ, আলু এবং বেগুনের ক্ষেত্রে, ফসল কাটার পরে বিভিন্নভাবে যে ক্ষতি হয় তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- রুই মাছের ক্ষেত্রে, বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং অনিয়ন্ত্রিত নিলাম ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে দাম বাড়ায়।

বর্তমান চালের বাজার পর্যবেক্ষণে মাঠ পর্যায়ে জরিপ

- চালের বাজার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল। সেকারণে, সিপিডি চালের সরবরাহ শৃঙ্খলে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা নিরূপণের জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি অনুসন্ধানমূলক জরিপ পরিচালনা করে, বিশেষ করে মাঝারি-পাইজাম চালের ক্ষেত্রে। যার লক্ষ্য ছিল, দামের অস্থিরতার পেছনে মূল কারণগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করা।
- চাল সরবরাহ ব্যবস্থায় অসংখ্য বাজার এজেন্ট রয়েছে।
- বাজার মূল্যের উপর গুদাম মালিকদের এবং অটো রাইস মিলারদের উল্লেখযোগ্য আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়।
- ফলস্বরূপ, ধান চাষীরা প্রায়শই সঠিক দাম পান না। কিন্তু ভোক্তারা অযৌক্তিকভাবে উচ্চ মূল্যের সম্মুখীন হন, যার ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

চালের বাজারের সরবরাহ শৃঙ্খল

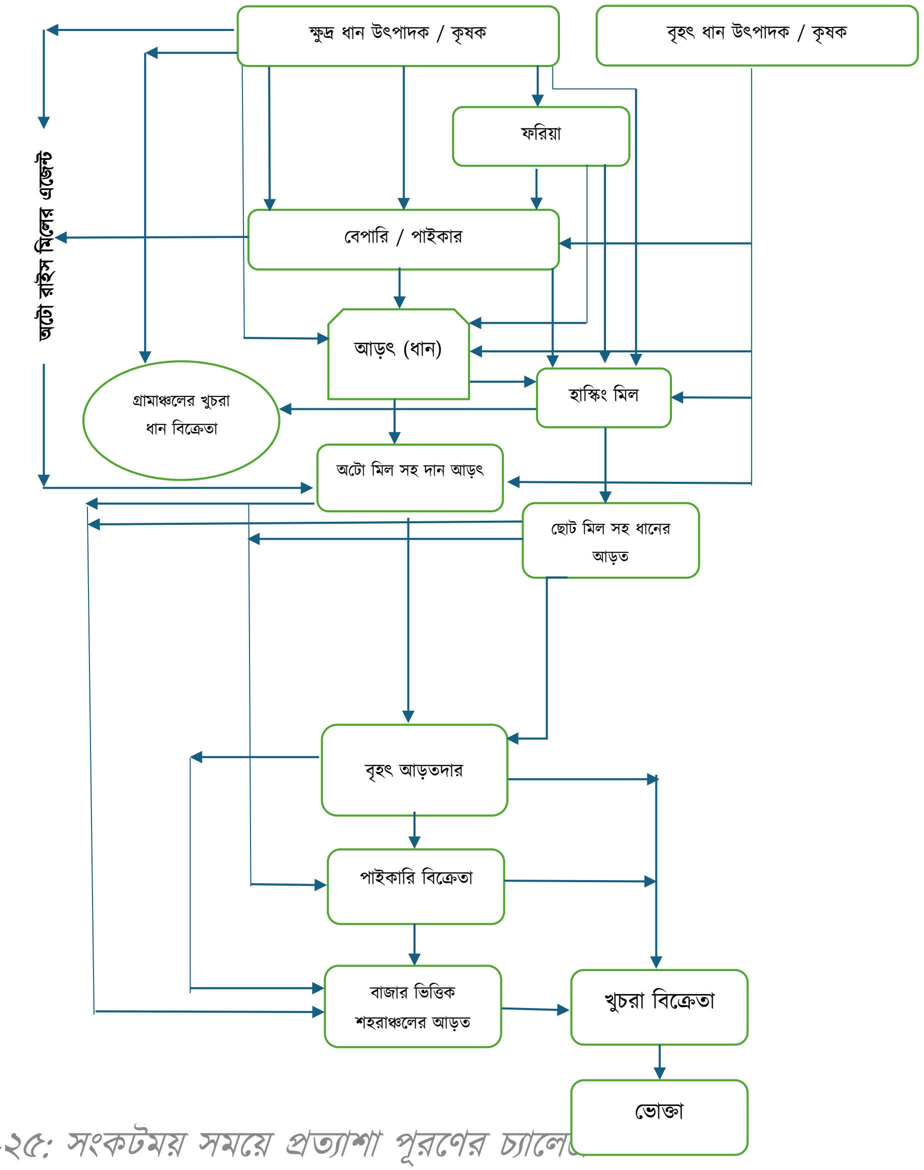

তথ্যসূত্রঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপে

নোটঃ সিপিডি পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে এই চিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। সব ধরণের চাল বা জাতীয় চাল বাজারকে প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে।

চালের গড় ক্রয় এবং গড় বিক্রয় মূল্য

এজেন্টের ধরণ	স্থান	বাংলাদেশী টাকায় গড় ক্রয়মূল্য	গড় বিক্রয় মূল্য বাংলাদেশী টাকায়	বাংলাদেশী টাকায় গ্রস মার্কেটিং মার্জিন	ক্রয়মূল্যের শতকরা পরিবর্তন	বিক্রয়মূল্যের শতকরা পরিবর্তন
উৎপাদক/কৃষক (ধান)	নওগাঁ	২৭	৩৩	৬		
ফোরিয়া (ধান)	নওগাঁ	৩৩	৩৩.৫	০.৫	২২.২	১.৫
বেপারি/পাইকার (ধান)	নওগাঁ	৩৩.৫	৩৪	০.৫	১.৫	১.৫
গ্রামীণ আড়তদার (ধান)	নওগাঁ	৩৪	৩৪.৫	০.৫	১.৫	১.৫
হাস্কিং মিলার	নওগাঁ	৩৪ (ধান)	৪৮ (চাল)	১৪	০.০	39.1
মিলার (অটো রাইস) *	নওগাঁ	৩৪.৫ (ধান)	৪৮ (চাল)	১৩.৫	১.৫	০.০
আড়তদার (আঞ্চলিক কেন্দ্র)	নওগাঁ	৪৮	৫৫	৭	৩৯.১	১৪.৬
শহরের আড়তদার (মোকাম)	মিরপুর-১১ বাজার	৫৫	৫৬	১	১৪.৬	১.৮
পাইকার	মিরপুর-১১ বাজার	৫৬	৫৮	২	১.৮	৩.৬
বাজার ভিত্তিক নগর আড়তদার	মিরপুর-১১ বাজার	৫৮	৫৯	১	৩.৬	১.৭
খুচরা বিক্রেতা	মিরপুর-১১ বাজার	৫৯	৬৫	৬	১,৭	১০.২

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- অর্থনীতিতে মুল্যস্ফীতির চাপ কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের সুদহার বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে এবং নীতি সুদহারও বৃদ্ধি করেছে।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ওপর উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির বোঝা কমাতে বেশ সরবরাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাও বাস্তবায়ন করেছে, যেমন ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য খোলা বাজারে বিক্রি করা এবং ঢাকার ভেতরে ও বাইরে ন্যায্য মূল্যের বাজার প্রতিষ্ঠা করা।
- দুঃখের বিষয় হল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে চাঁদাবাজি, মজুদদারি বা অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মতো অনিয়ম মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারেনি।
- মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলি এখনও পর্যন্ত বাজারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

সিপিডি (২০২৫): বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০২৪-২৫: সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ

- বাংলাদেশে পূর্ববর্তী কর্তৃত্ববাদী সরকার উচ্চ মূল্যস্ফীতির মাধ্যমে একটি অকার্যকর অর্থনীতি রেখে গেছে, যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ঠিক করতে হবে।
- বেশকিছু খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ শৃঙ্খলের বিশ্লেষণে মধ্যস্থতাকারীদের একটি জটিল নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে সাহসী এবং জরুরি পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে মুল্যস্ফীতির হার কমানো কঠিন হবে।

❑বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

• বাজারের প্রভাবশালী খেলোয়াড়দের ওপর নজরদারি করা, বাজারের কারসাজি পরীক্ষা করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

• মধ্যস্বত্বভোগী এবং যোগসাজশের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি প্রয়োগ করা।

❑ প্রতিযোগিতা আইন ২০১২

• একচেটিয়া ব্যবসা মোকাবেলা করার জন্য আইনটি সংশোধন করা, 'এন্টি ট্রাস্ট' ধারা যুক্ত করা এবং লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপ করা।

❑নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির জন্য সহায়তা

• সরাসরি নগদ প্রদান, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে ছোট ব্যবসাগুলিকে সহায়তা করা।

• উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার (OMS) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পণ্যের দুর্নীতিমুক্ত বিতরণ নিশ্চিত করা।

❑ পেঁয়াজ সরবরাহ শৃঙ্খল

- চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান পূরণের জন্য পেঁয়াজ চাষের সম্প্রসারণ এবং উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

❑ আলু সরবরাহ শৃঙ্খল

- ফসল কাটার পরে যে ক্ষতি হয় তা কমাতে সঠিক পরিপক্কতার পর্যায়ে আলু সংগ্রহ করতে হবে।
- ক্ষতি কমাতে সংরক্ষণ সুবিধা এবং পরিচালনা পদ্ধতি উন্নত করতে হবে। ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি রোধ করতে বাছাই, গ্রেডিং, প্যাকেজিং এবং পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করতে হবে।

❑ বেগুন সরবরাহ শৃঙ্খল

- ফলন উন্নত করতে কৃষির সর্বোত্তম পদ্ধতি, উচ্চ-ফলনশীল জাত (HYV) এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে
- ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং পরিবহন সম্পর্কে কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে।

❑ ডিম সরবরাহ শৃঙ্খল

- হ্যাচারির মাধ্যমে টেকসই ডিম সরবরাহ, সাশ্রয়ী মূল্যের খাদ্য, রোগ নির্ণয়, পশুচিকিৎসা পরিষেবা, মূল্য স্থিতিশীলতা এবং বাজার তথ্য নিশ্চিত করতে হবে।
- ব্যবসায়ীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং সংরক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে।

❑ রুই মাছ সরবরাহ শৃঙ্খল

- জল, বরফ এবং নিষ্কাশনের মতো উপযোগী উপকরণসহ সংরক্ষণ, রেফ্রিজারেটেড পরিবহন এবং বাজার সুবিধা তৈরি করতে হবে।
- মাছ চাষীদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।
- দক্ষতা উন্নত করতে এবং খরচ কমাতে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা কমাতে হবে।
- আড়তদার এবং মহাজনদের প্রভাব সীমিত করতে হবে।

❑হলুদ সরবরাহ শৃঙ্খল

- হলুদ চাষীদের জন্য উন্নত কৃষি পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ এবং উন্নত পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে।
- ফলন বৃদ্ধির জন্য হলুদ চাষের জমি প্রতি তিন বছর অন্তর পরিবর্তন করতে হবে।

❑গম সরবরাহ শৃঙ্খল

- জলবায়ু-সহনশীল গমের জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- বীজ সংরক্ষণের সুবিধা তৈরি করতে হবে এবং কৃষকদের সঠিক বীজ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- কৃষকদের উন্নত বীজ ব্যবহার এবং অঞ্চল-নির্দিষ্ট উচ্চ-ফলনশীল জাত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- জৈব সার দিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রান্তিক জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
- ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি কমাতে পরিবহন এবং গ্রামীণ পর্যায়ে গুদাম আধুনিকীকরণ করুন।
- দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আমদানি কমাতে ভর্তুকি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে।

❑ মসুর ডালের সরবরাহ শৃঙ্খল

• বাংলাদেশের জলবায়ুর জন্য উপযুক্ত উচ্চ-ফলনশীল, রোগ-প্রতিরোধী মসুর ডালের জাতের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে।

• রোগ ব্যবস্থাপনা, সেচ এবং রোপণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষিত করতে হবে।

❑ চিনি সরবরাহ শৃঙ্খল

• উচ্চ-ফলনশীল, রোগ-প্রতিরোধী জাত, আধুনিক চাষ এবং আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

• ব্যবসা লাভজনক করে তুলতে বাফার স্টক তৈরি করতে হবে। সেইসাথে ইথানল এবং গুড় উৎপাদণে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

• অযৌক্তিকভাবে দাম নির্ধারণ রোধ করতে এবং ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর কঠোর নজরদারি করতে হবে।

❑ গরুর মাংস সরবরাহ শৃঙ্খল

- গবাদি পশুর মৃত্যুহার কমাতে গবাদি পশুর স্বাস্থ্যসেবা, পশুচিকিৎসা এবং প্রজনন ব্যাবস্থা উন্নত করতে হবে।
- ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদেরকে সরাসরি বাজারের সাথে সংযোগ করতে সহায়তা দিতে হবে।
- পরিবহনের সময় গবাদি পশুর ক্ষতি কমাতে উন্নত পরিবহন ব্যাবস্থা করতে হবে এবং হ্যান্ডলারদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

❑ রসুন সরবরাহ শৃঙ্খল

- বাফার স্টক, ভর্তুকি এবং আধুনিক সংরক্ষণ সুবিধাসহ রসুনের দাম স্থিতিশীল করতে হবে।
- পরিবহন খরচ কমানো এবং কৃষকদের জন্য সহজলভ্য ঋণ কর্মসূচি প্রদান করতে হবে।

❑আদা সরবরাহ শৃঙ্খল

- কম খরচে সংরক্ষণ প্রযুক্তি ব্যাবস্থা করতে হবে এবং সংরক্ষণ সুবিধা তৈরির জন্য কৃষকদের ঋণ প্রদান করতে হবে।
- লোকসান কমাতে এবং দক্ষতা উন্নত করতে পরিবহন পদ্ধতিগুলিকে মানসম্মত করতে হবে।

❑ সয়াবিন তেল সরবরাহ শৃঙ্খল

- জলবায়ু-সহনশীল বীজ ব্যাবহার এবং উন্নত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে আবহাওয়ার প্রভাব হ্রাস করতে হবে।
- কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবার মাধ্যমে ভর্তুকি, ফসল বীমা এবং উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

❑ পাম তেল সরবরাহ শৃঙ্খল

- প্রতিযোগিতা বাড়াতে ছোট পরিশোধক এবং নতুন ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরতা কমাতে পাইকারি বিক্রেতাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করা উচিৎ।

❑ চাল সরবরাহ শৃঙ্খল

- মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কৃষকদের সরাসরি ক্রেতাদের সাথে সংযুক্ত করতে বাজার পর্যবেক্ষণ বাড়াতে হবে।
- ধান গুদাম অপারেটর এবং মিলারদের মজুদ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের ওপর নির্ভরতা কমাতে ঋণ এবং সংরক্ষণের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৪. বৈদেশিক খাতের পর্যালোচনা

মূল মূল সূচকসমূহের গতি প্রকৃতি

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি বিভিন্নমুখী চাপে থাকা সত্ত্বেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বৈদেশিক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচকের ইতিবাচক প্রবণতা কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

চলমান অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল আশাব্যাঞ্জক (১২.৮%), আর রেমিটেন্স প্রবাহের বৃদ্ধি ছিল সাম্প্রতিক সময়ে সর্বোচ্চ (২৭.৬%)। এল.সি. খোলা ও নিষ্পত্তি হ্রাস পেলেও জুলাই-অক্টোবরে বিগত সময়ের ধারাবাহিক পতনের পর আমদানি কিছুটা বৃদ্ধি পায় (২%)।

জুলাই-সেপ্টেম্বরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবনমনের পর পরবর্তী কয়েকমাসে রিজার্ভ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বরের শেষে ২৬.০ বিলিয়ন ডলারে পৌছে (আই.এম.এফ'র হিসাব মতে ২১.০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি)। ফলশ্রুতিতে আমদানি পর্যায়ে এল.সি. খোলার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ কিছুটা শিথিল করা সম্ভব হয়। টাকার বৈদেশিক বিনিময় হারের পতন রোধ হয় এবং ডলারের বিনিময়ে ১২০ টাকার কাছাকাছি এ হার স্থিত হয়।

উচ্চ রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির সুবাদে বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যায়ঃ বাণিজ্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে নেতিবাচক স্থিতি হ্রাস পায় এবং সামগ্রিক লেন-দেন ভারসাম্য নেতিবাচক থাকলেও তা (-) ৪.৮৯ বিলিয়ন ডলার থেকে নেমে আসে (-)২.৪৭ বিলিয়নে।

চলমান অর্থবছরের প্রথমার্ধের শেষের দিকে বৈদেশিক খাতের সামগ্রিক পরিস্থিতির উল্লেখিত ইতিবাচক প্রবণতা সত্ত্বেও বেশ কিছু অন্তর্নিহিত কার্যকারণ ও চালিকাশক্তিসমূহ গভীরতর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

চিত্র ১- ২০২৪ (জুলাই-ডিসেম্বর) অর্থবছরের তুলনায় ২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

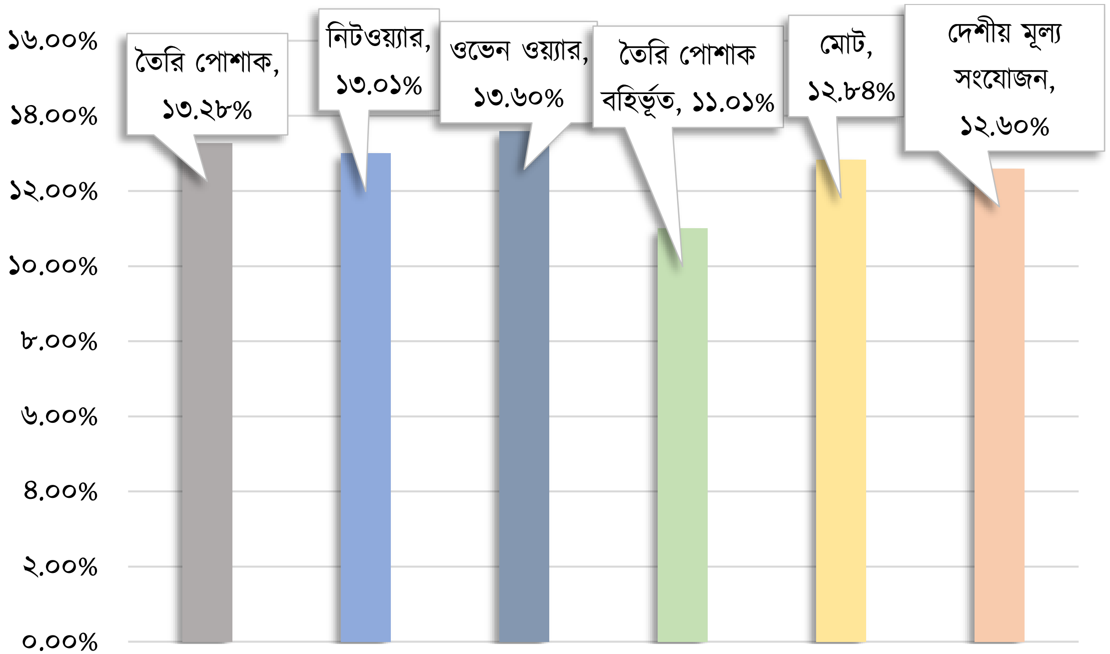

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উপর ভিত্তি করে

- আশাব্যাঞ্জক যে, তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির (১৩.৩%) সাথে সাথে তৈরি পোশাক-বহির্ভূত খাতের রপ্তানি আয়ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে আশাব্যাঞ্জক ছিল (১১.০% প্রবৃদ্ধি)। অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রপ্তানি খাত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও পরবর্তী তিন মাসে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়, যা বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী খাতের শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

- স্থানীয় মূল্য সংযোজনের বৃদ্ধির হারও ছিল ইতিবাচক (১২.৬%) যাতে নিটওয়্যার ও তৈরি পোশাক-বহির্ভূত রপ্তানি পণ্য যেগুলোর স্থানীয় মূল্য সংযোজন বেশি, সেসবের উচ্চ প্রবৃদ্ধির অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

সারণি ১- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির অনুঘটকসমূহ

বাজার	একক মূল্য পরিবর্তন	রপ্তানি পরিমাণ পরিবর্তন	রপ্তানি আয় পরিবর্তন
ইইউ বাজার (জুলাই-অক্টোবর)	-০.৪৬%	+১০.৬৫%	+১০.১৪%
মার্কিন বাজার (জুলাই-নভেম্বর))	-৪.০৬%	+১৬.২৫%	+১১.৫৪%

উৎসঃ ইইউস্টাট এবং ইউএসআইটিসি ডাটাবেসের উপর ভিত্তি করে

- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রধানতম বাজার দু'টি তে তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির পেছনে কাজ করেছে পরিমাণ বৃদ্ধি, দাম বৃদ্ধি নয়। এটা যেমন ই.ইউ বাজারের জন্য সত্য (+১০.৬% বনাম -০.৪%), তেমনি সত্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের জন্য (+১৬.২% বনাম -৪.০%)।
- তৈরি পোশাকের মূল ইনপুট তুলার মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও (দুই বছরে তুলার তুলনীয় মূল্য ২.৪৮ ডলার/কেজি ও ২.০৭ ডলার/কেজি থেকে হ্রাস পেয়ে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪ এ গড়ে দাঁড়ায় ১.৭৯ ডলার/কেজি) বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা তার সুবিধা নিতে সক্ষম হন নি। তৈরি পোশাকের একক প্রতি মূল্য উভয় বাজারেই হ্রাস পায় এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমেই কেবলমাত্র উচ্চ হারে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।
- তৈরি পোশাকের অন্তঃস্থিত সীমিত পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও বিশ্ববাজারে ব্র্যান্ড-বাইয়ার গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধির এ ধরনের কাঠামোগত বৈশিষ্টের জন্য মূলত দায়ী।
- তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের বাজার মূলত প্রচলিত দেশসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। দক্ষিন এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ, যারা প্রচুর আমদানি করে থাকে, তৈরি পোশাকের ওপর একক নির্ভরশীলতার কারণে যেসব দেশে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি অব্যাহতভাবে সীমিত থেকে গেছে, এসব দেশে ২০২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি বরং মোট রপ্তানির ১২.৭% থেকে ১১.৯% এ হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ২- নির্বাচিত কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা (৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি)

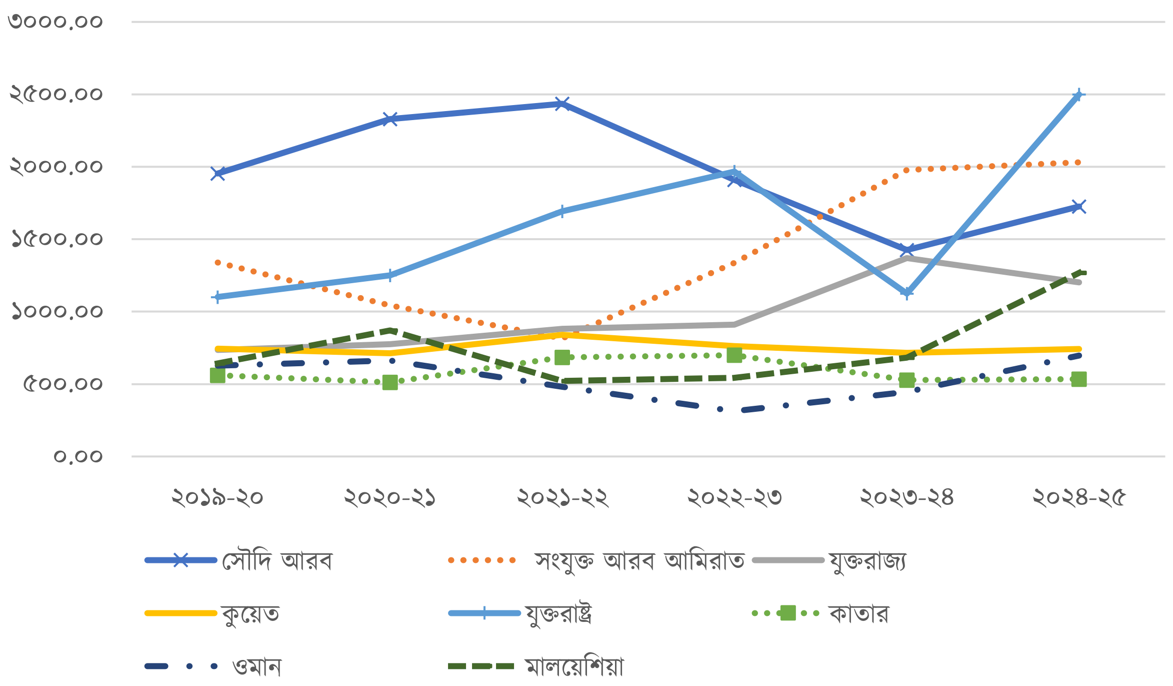

- রেমিটেন্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধি আশাব্যাঞ্জক হলেও আগামীতে তা ধরে রাখা সহজ হবে না।
- আগষ্ট ছাত্র-জনতার সফল আন্দোলনের পরবর্তীতে হুন্ডি-হাওলার মাধ্যমে টাকা পাচার ও ইনফরমাল চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এর সুফল রেমিটেন্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের ইতিবাচক ফলাফল এককালীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

- যে ৪০ লাখ শ্রমজীবি মানুষ গত চার বছরে বৈদেশিক শ্রম-বাজারে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম-বাজারে গমন করেছেন, তার প্রতিফলন রেমিটেন্স প্রবাহে এখনও যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখা যাচ্ছে না।
- সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ও রেমিটেন্স আয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দৃশ্যমান (বিশেষত বিগত কয়েক বছরে) তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।
- যেসব দেশে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক প্রেরণ বন্ধ আছে, ভিসা জটিলতা রয়েছে, সেসব দেশের সাথে সক্রিয় ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে শ্রম-বাজার উন্মোচনের উদ্যোগ নিতে হবে।
- অভিবাসী শ্রমিকদের হয়রানি প্রতিরোধে ও তাদের যাতে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বিদেশ গমন করতে না হয় তার জন্য বিভিন্ন এজেন্সির নিবন্ধন ও মধ্যসত্বভোগীদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনায়নের লক্ষে কার্যকর ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিজিটাল প্লাটফর্মের সুযোগ নেয়া যেতে পারে।

সারণী ২- বৈদেশিক লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতিঃ জুলাই-নভেম্বর ২০২৪ বনাম ২০২৩

(মিলিয়ন ডলার)

বিষয়	জুলাই-নভেম্বর ২০২৩	জুলাই-নভেম্বর ২০২৪
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৯,৮৫৬	-৭,৮৮১
পরিষেবা	-১,৪২৪	-১,৯৭২
প্রাথমিক আয়	-১,৬৪৫	-১,৭০২
মধ্যবর্তী আয়	৮,৯৮৬	১১,৩২৯
যার মধ্যে: রেমিট্যান্স প্রবাহ	৮,৮০৮	১১,১৩৭
চলতি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স	-৩,৯৩৯	-২২৬
আর্থিক অ্যাকাউন্ট	-৮১১	-৫৮১
ত্রুটি এবং বাদ পড়া	-২০৭	-১,৮৩৪
সামগ্রিক ভারসাম্য	-৪,৮৯৮	-২,৪৭৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

- মূলতঃ বাণিজ্য ও চলতি হিসাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের সুবাদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়কালে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেন-দেন ভারসাম্যে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে।
- লেন-দেন ভারসাম্যের এ কাঠামো এ কারণে ইতিবাচক যে তা রপ্তানী আয় ও রেমিটেন্স প্রবাহের কারণে হয়েছে, মূলতঃ ঋণ সৃষ্টিকারী আর্থিক হিসাব এর কারণে নয়।
- লেন-দেন ভারসাম্যের এ উন্নতি রিজার্ভের পতন ও টাকার বিনিময় হারের অবনমন রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
- আগামীতে বৈদেশিক ঋণ (প্রধানতঃ বাজেটারী সাপোর্ট) প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়, আর্থিক হিসাবের স্থিতিতে যার ইতবাচক ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।
- তবে আগামী সময়ে বৈদেশিক ঋণ-পরিষেবার চাপ উত্তরত্তোর বৃদ্ধি পাবেঃ
    - বৈদেশিক ঋণ-পরিষেবার একটি কৌশলপত্র প্রণয়ণ করা জরুরী।
    - একই সাথে প্রয়োজন বৈদেশিক ঋণ আলোচনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি।
    - মূল মূল দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতাদের সাথে ঋণের শর্ত (সুদ হার, পরিশোধের সময়) পর্যালোচনার জন্যও আলোচনা জোরদার করতে হবে।

চিত্র ৩- টাকার বাস্তব কার্যকরী বিনিময় হার, নামিক কার্যকরী বিনিময় হার এবং নামিক বিনিময় হার-এর গতিপ্রকৃতি

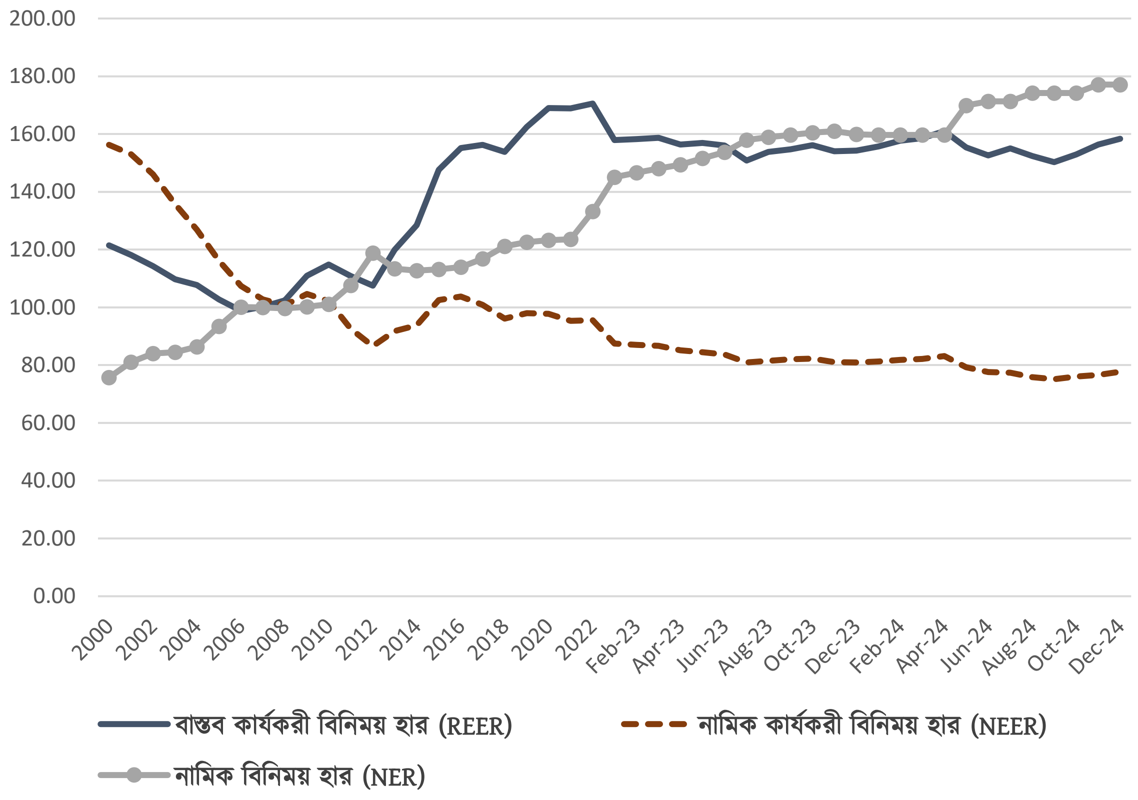

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, bruegel

- বাংলাদেশী টাকার নামিক (Nominal) ও বাস্তব কার্যকর বিনিময় হার (REEER) এর গতিপ্রকৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমান বিনিময় হার (১২০ টাকা = ১ ডলার) বাস্তব কার্যকর বিনিময় হারের সাথে প্রায়-ভারসাম্য পূর্ণ অবস্থানে বিরাজ আছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ক্রলিং পেগিং পলিসি (সীমিত করিডোর সাপেক্ষে) এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ বাজার নির্ভর বিনিময় হার পলিসি অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে টাকার বিনিময় হারের উঠানামা অনেকাংশেই রপ্তানী, রেমিটেন্স, আমদানী, ঋণ প্রবাহ, ঋণ-পরিষেবার ওপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন হবে, এবং বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি

- ই.ইউ এর জি.এস.পি. প্লাস স্কিমের কল্যাণে ইউরোপীয় বাজারে বাংলাদেশের জন্য এলডপী-উত্তরণকালীন পর্যায়ে কিছুটা অনুকূল বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি করার সম্ভবনা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবেঃ (ক) জি.এস.পি. প্লাস সুবিধার অধীনে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা শুধু দুই-তৃতীয়াংশ পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; (খ) তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রে রুলস অব অরিজিন হবে দুই ধাপ বিশিষ্ট (বর্তমানের মত একধাপ বিশিষ্ট নয়); (গ) জি.এস.পি. প্লাসের প্রস্তাবিত শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানীর যে উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত হয়েছে তা কার্যকর হলে বাংলাদেশের প্রধানতম রপ্তানী (তৈরী-পোশাক খাত) এ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে না; (ঘ) ২০২৭ এ ই.ইউ এর নতুন জি.এস.পি. স্কীম বাস্তবায়িত হলে শ্রম, পরিবেশ, জেন্ডার, কার্বন নির্গমনসহ বিভিন্ন মানদন্ড কঠোরভাবে মানতে হবে। ।
- বিশ্ববাজারে প্রবেশের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতিমালা ও মানদন্ডসমূহের নিরীখে, ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন বিধিমালার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বাণিজ্য-কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- ভিয়েতনামসহ অন্যান্য প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে পাল্লা দিতে হলে বাংলাদেশকে সক্রিয়ভাবে এফ.টি.এ. (FTA) ও সেপা (CEPA) ধরনের চুক্তিতে যেতে হবে। এ লক্ষে WTO Cell এর মত একটি Negotiation Cell প্রতিষ্ঠা করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

- এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাজার-সুবিধা নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা-নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় রূপান্তরের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময়। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি পণ্যের প্রযুক্তিগত অবদান (টেকনলজিকাল কোয়েফিসিয়েন্ট) বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যেখানে এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থা বিগত সময়ে প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

- ট্রেড ফেসিলিটেশনের (বাণিজ্য-সহায়ক পরিবেশের) উন্নতিতে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশের সুবিধার অবসানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। জাতীয় লজিস্টিকস পলিসি ২০২৪, ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল কমার্স পলিসি ২০২৪, পেপারলেস ট্রেড, সিঙ্গেল উইন্ডো ইত্যাদির নিরিখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে হবে।

- এলডিসি থেকে উত্তরণ সময়সীমাকে প্রলম্বিত করার সম্ভাবনা খুবই সীমিত। সিডিপি'র হিসাব মতে (বিগত সময়কালের তথ্য উপাত্ত নিয়ে সমালোচনা সত্ত্বেও) উত্তরণের তিন পরিমাপ বাংলাদেশের জন্য ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার সম্ভাবনা বেশি। আর ২০২৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার কেবলমাত্র যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের সাথে এক কাতারে বাংলাদেশ এলডিসি হিসাবে পরিচিত হতে চায় কিনা, সে বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য।

- সুতরাং, *মসৃণ ট্রান্সমিশন স্ট্র্যাটেজি* তে প্রস্তাবিত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রস্তুতি গ্রহণই বাংলাদেশের জন্য যুক্তিসম্মত হবে।

৫. বিনিয়োগ পরিস্থিতির মন্দাকাল

বিনিয়োগ পরিস্থিতির মন্দাকাল

৫.১ প্রেক্ষাপট

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে **বেসরকারী বিনিয়োগ একধরণের বড় অবনমনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে** – উল্লেখ্য, এই রকম ধারাটি কিছুটা পুর্ববর্তী সরকারের আমলেও বজায় ছিল
- গত দশকে, বাংলাদেশের **মোট বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ৩০ থেকে ৩২ শতাংশ** এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (টেবিল ৫.১)
- একইভাবে **বেসরকারি বিনিয়োগও জিডিপির ২২ থেকে ২৪ শতাংশের** মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (টেবিল ৫.১)
- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে **জিডিপির ১ শতাংশেরও কম** অবস্থানে ছিল (টেবিল ৫.১)
- **সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে** বেসরকারি বিনিয়োগ এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ **দুটোই অবনমিত হয়েছে**

টেবিল ৫.১: বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ (জিডিপির শতাংশে)

অর্থবছর	মোট বিনিয়োগ	বেসরকারি বিনিয়োগ	সরকারি বিনিয়োগ	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) (নেট প্রবাহ)
২০১৬	৩০.২৪	২৩.৭০	৬.৫৪	০.৮৮
২০১৭	৩০.৯৫	২৩.৬৬	৭.২৯	০.৬২
২০১৮	৩১.৮২	২৪.৯৪	৬.৮৮	০.৭৫
২০১৯	৩২.২১	২৫.২৫	৬.৯৬	০.৫৪
২০২০	৩১.৩১	২৪.০২	৭.২৯	০.৪১
২০২১	৩১.০২	২৩.৭০	৭.৩২	০.৪১
২০২২	৩২.০৫	২৪.৫২	৭.৫৩	০.৩৬
২০২৩	৩০.৯৫	২৪.১৮	৬.৭৭	০.৩২
২০২৪ [a]	৩০.৯৮	২৩.৫১	৭.৪৭	তথ্য নেই

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্বব্যাংক

- বেসরকারি বিনিয়োগ **২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে**
- অপরদিকে, সরাসরি **বৈদেশিক বিনিয়োগ সেই ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে**
- গত **৮ আগস্ট ২০২৪** এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেবার পর, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে **নতুন আশা এবং ঝুঁকি দুটোরই** তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়
- নতুন সরকার ইতোমধ্যেই তার প্রথম ছয় মাসে **বেশ কিছু ব্যবসা এবং বিনিয়োগ বান্ধব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে**
- তবে এই নতুন উদ্যোগগুলো কতটা যথেষ্ট এবং কার্যকর, বিশেষ করে **বর্তমানে বিনিয়োগের অবনমন রুখতে যথেষ্ঠ কিনা তা এখনও অনিশ্চিত**

৫.২ পর্যালোচনাঃ বিনিয়োগ

- **বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি** সাধারণত দেশের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিবেশের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রদান করে
- সর্বশেষ পরিসখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট বেসরকারি খাতের **ঋণের প্রবৃদ্ধি সহনীয় ছিল, যা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের তুলনায় ৯.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে** (টেবিল ৫.২) তবে তা পুর্ববর্তী **অর্থবছরের বৃদ্ধির (৯.৯) তুলনায় কম**
- তবে, মাসের সাথে মাসে তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০২৪ সালের আগস্টে **অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরবর্তী তিন মাস, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, এবং নভেম্বর মাসে ঋণ প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবনমন ঘটেছে** (চিত্র ৫.১)
- এই অবনমন ইঙ্গিত দেয় যে, **চলমান অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগের জন্য আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে** না অথবা **তাদের জন্য ঋণ লাভ করা আরও ব্যয়বহুল ও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে**, যা তাদের ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগের সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে
- তবে উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে **সুদের হারের বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট কিছু ব্যাংকের ঋণ বিতরণে নিষেধাজ্ঞা, ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট এবং ব্যাংকের অর্থ পাচারের সীমিত সুযোগও** বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে
- বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পাওয়া তথ্যে, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যাংক খাতের সাময়িক **তীব্র তারল্য সংকটের** মধ্যে দিয়ে যাবার আভাস পাওয়া যায় (চিত্র ৫.২)। তবে সর্বশেষ মাসগুলোতে এ তীব্রতা প্রশমিত হবার লক্ষনও পরিলক্ষিত হয়

টেবিল ৫.২: বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (কোটি টাকা)

অর্থবছর ২৩ (জুলাই-নভেম্বর)	অর্থবছর ২৪ (জুলাই-নভেম্বর)	অর্থবছর ২৫ (জুলাই-নভেম্বর)	অর্থবছর ২৩ থেকে ২৪ পর্যন্ত পরিবর্তন (%)	অর্থবছর ২৪ থেকে ২৫ পর্যন্ত পরিবর্তন (%)
৬৮৯০৩২০	৭৫৬৯০১৭	৮২৫১৩৮৯	**৯.৯**	**৯.০**

চিত্র ৫.১: ২০২৪ সালে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির মাসিক পরিবর্তন (%)

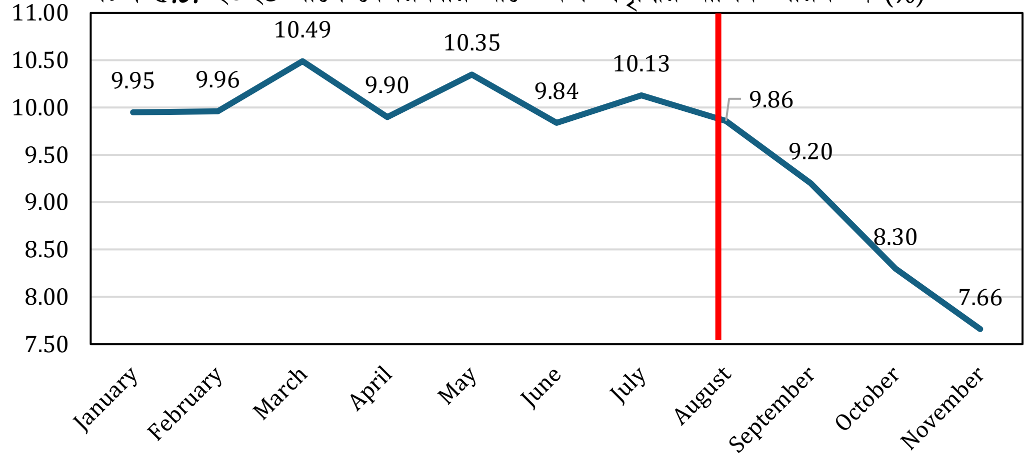

চিত্র ৫.২: বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের তারল্য পরিস্থিতি (কোটি টাকা) (বেসরকারি + রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ)

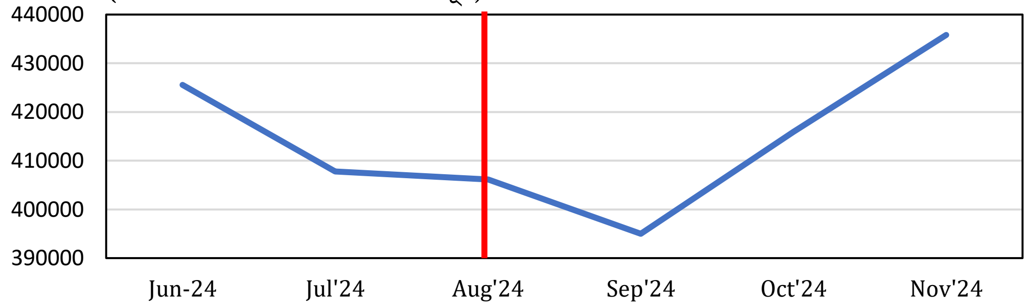

সব গুলোর তথ্যের সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বিনিয়োগ পরিস্থিতির মন্দাকাল

- মূলধনী পণ্যের আমদানি, **যা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ধারণা দিতে পারে, সাম্প্রতিক মাসে মন্দাকাল অতিবাহিত করছে**
- **অন্তর্বর্তীকালীন** সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরবর্তী চার মাসে (আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর) **মূলধনী পণ্যের আমদানি বিগত অর্থবছরের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে** (চিত্র ৫.৩)
  - বিশেষ করে, **আগস্ট মাসে মূলধনী পণ্যের আমদানি নজিরবিহীন ৩১.২ শতাংশ** কমে যায় (চিত্র ৫.৩)
- তবে, আমদানির প্রবৃদ্ধির এই নেতিবাচক প্রবণতাকে **শুধুমাত্র বর্তমান সরকারের শাসনামল বা চলতি অর্থবছরেই পরিলক্ষিত হয়নি**
  - প্রকৃতপক্ষে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও মূলধনী পণ্যের মোট আমদানি ২০২২-২৩ অর্থবছরের **তুলনায় ২২ শতাংশ কমেছিল**

চিত্র ৫.৩: মূলধন সামগ্রী আমদানি পরিবর্তনর পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (%)

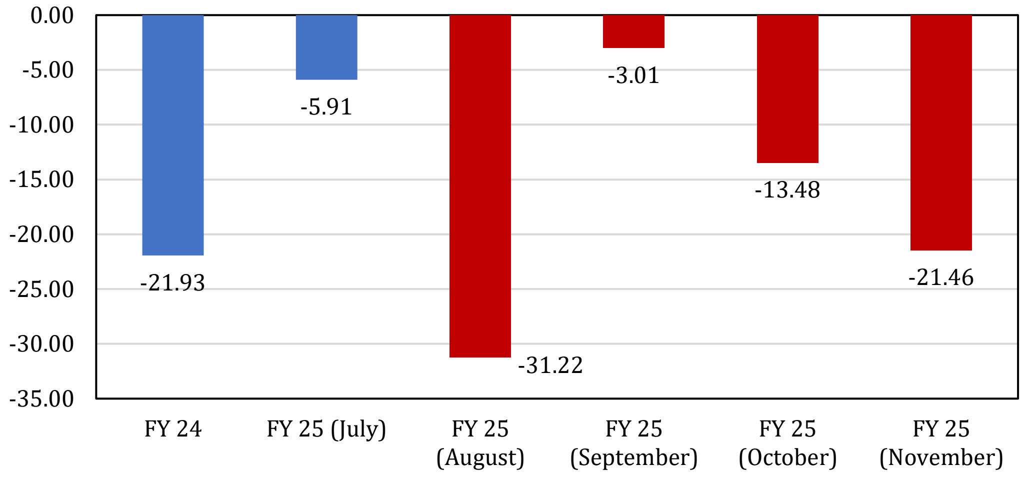

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

- ডলারের মূল্য বৃদ্ধি **আমদানি খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে,** চলমান বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সংকট কোম্পানিগুলোর জন্য **নতুন ঋণপত্র খোলাকে** কঠিন করে তুলেছে, যা এই পণ্যগুলোর **আমদানির সক্ষমতাকে আরও সীমিত** করেছে
- বাংলাদেশে স্বপ্ন নামক সুপার শপের একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের অক্টোবরের **শুরুতে ভোক্তা আস্থা সূচক ৩২.৫-এ দাঁড়িয়েছে,** যা আদর্শমান ৫০-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। উচ্চ মূল্যের কারণে **ভোক্তাদের চাহিদার এই পতন ব্যবসার উপর চাপ সৃষ্টি করেছে**
- এসব চলমান চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি, **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে নতুন অনিশ্চয়তা** এবং **সুদের হার বৃদ্ধির ফলে আর্থিক ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান চাপ** পরিস্থিতিকে ব্যবসা এবং নতুন বিনিয়োগের জন্য জটিল করে তুলেছে

বিনিয়োগ পরিস্থিতির মন্দাকাল

- যখন বাড়তি আর্থিক ব্যয়ের চাপ পুরো ব্যবসায়িক খাতকে প্রভাবিত করছে, তখন **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো (SMEs) তুলনামূলকভাবে বেশি প্রভাবিত** হচ্ছে বলে তথ্যে আভাস পাওয়া যায়
- বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলমান অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলো-এর জন্য গড় সুদের হার অন্যান্য খাতের তুলনায় অধিকে পৌঁছেছে, যার অর্থ হলো, **তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর ঋণের মাধ্যমে অর্থায়নের খরচ অন্যান্য শিল্পের চেয়ে বেশি হয়েছে** (চিত্র ৫.৪)
- এছাড়াও, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, **ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগ গুলোর ঋণ প্রবাহ কমে গেছে**
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরেই এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ক্ষুদ্র, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগের জন্য বিতরণকৃত ঋণ ২০২২-২৩ বছরের একই সময়ের **তুলনায় ১৩.১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে**। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ঋণ প্রবাহ আরো হ্রাস পাওয়া অনুমেয়
- অন্যান্য সূচকের মতই, **সাম্প্রতিক সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ অবনমন পরিলক্ষিত হয়**
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটলেও, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নেট **বৈদেশিক বিনিয়োগে** ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় নেট উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা যাচ্ছে (তালিকা ৫.৩)।

চিত্র ৫.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SMEs) এবং অন্যান্য খাতের জন্য গড় সুদের হার (WAIR) (%)

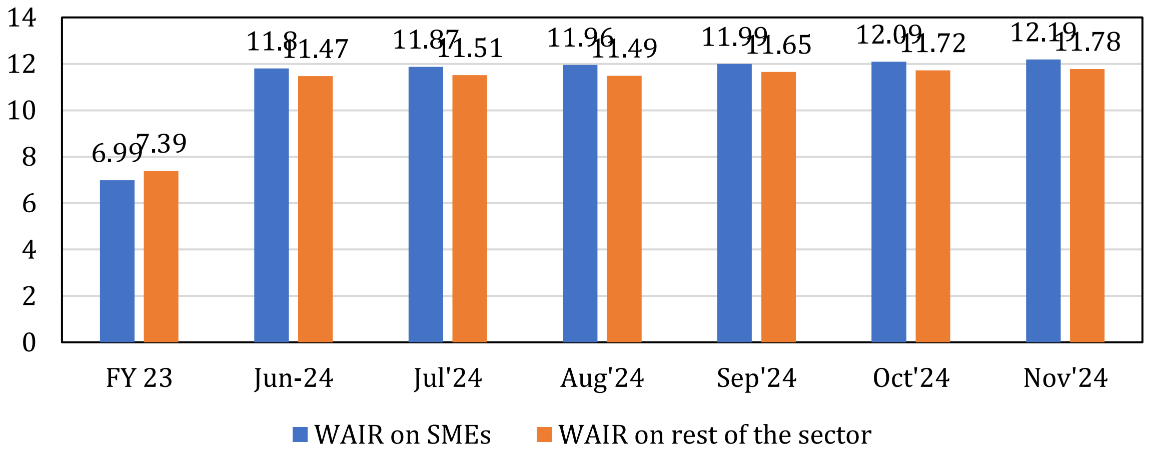

টেবিল ৫.৩: প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (নেট) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)*

অর্থবছর	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)	অর্থবছর	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)	পরিবর্তন (%)
অর্থবছর ২৩	১৬৯৭	অর্থবছর ২৪	১৬৮৯	২.৯
অর্থবছর ২৪ (জুলাই)	১২৬	অর্থবছর ২৫ (জুলাই)	১৪১	১১.৯
অর্থবছর ২৪ (আগষ্ট)	১২৫	অর্থবছর ২৫ (আগষ্ট)	১৪২	১৩.৬
অর্থবছর ২৪ (সেপ্টেম্বর)	১০২	অর্থবছর ২৫ (সেপ্টেম্বর)	১৭	-৮৩.৩
অর্থবছর ২৪ (অক্টোবর)	১৩১	অর্থবছর ২৫ (অক্টোবর)	৮৮	-৩২.৮
অর্থবছর ২৪ (নভেম্বর)	১৩০	অর্থবছর ২৫ (নভেম্বর)	-২১১	-২৬২.৩

সব তথ্যের সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বিনিয়োগ পরিস্থিতির মন্দাকাল

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতে পুঁজি বাজারে সূচকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেলেও **সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা স্থাপিত হয়েছে**
- DSX সূচকের **গড় পয়েন্ট ৫,৩৯৩-এ** নেমে এসেছে, যেখানে পূর্ববর্তী সরকারের **শেষ ছয় মাসে এই মান ছিল ৫,৭৭৮** (চিত্র ৫.৫)
- তবে, **স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অধীনে পুঁজি বাজার তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে**—সূচকের মানের মান বিচ্যুতি ৪০৮ থেকে কমে ২৬৭ হয়েছে (চিত্র ৫.৫)
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রাথমিক **বাজারে ৫,০০০ কোটি টাকা মূল্যের একটি প্রাথমিক শেয়ার ইস্যু (IPO) হয়েছে**

চিত্র ৫.৫: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর ইনডেক্স মানের তুলনা (%)

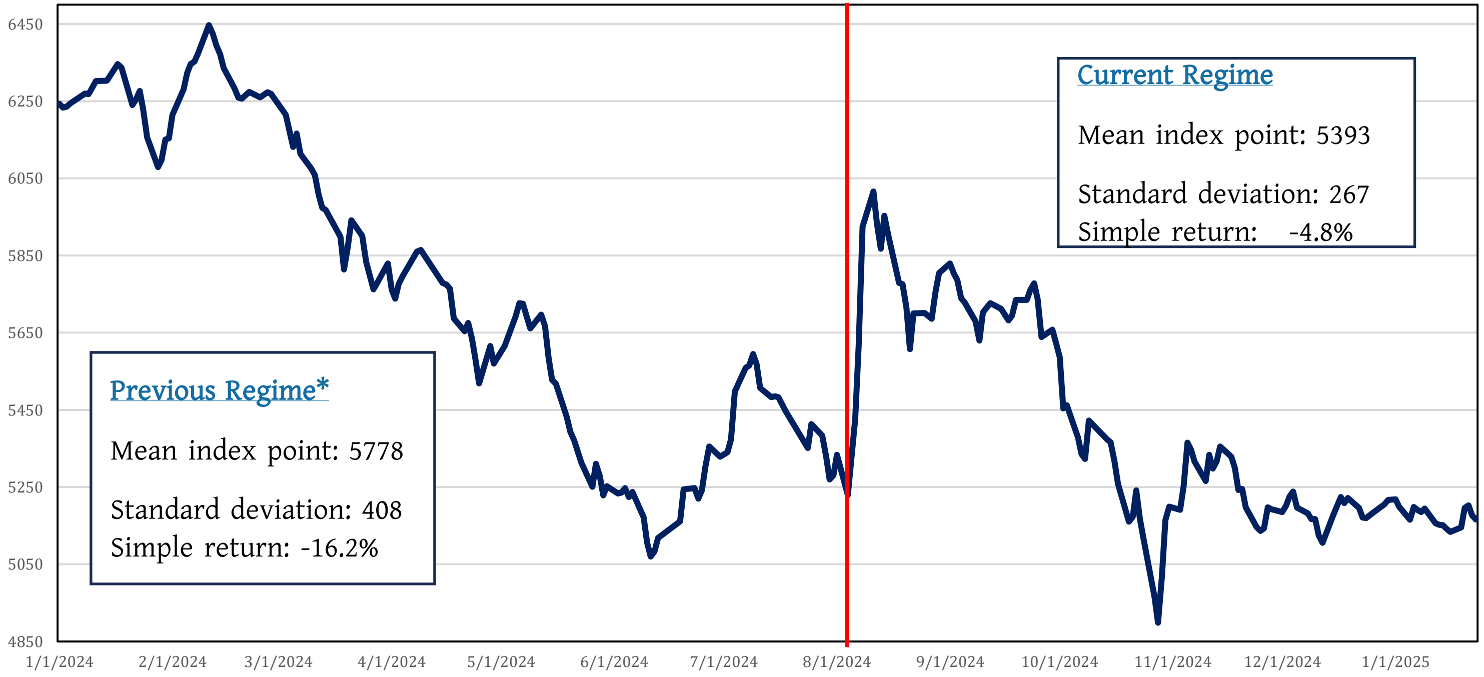

সূত্রঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

- যদিও পুঁজিবাজার **এখনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাতে পারেনি**, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে **নেট পোর্টফোলিও বিনিয়োগ আগের অর্থবছরের তুলনায় বেশি ছিল (চিত্র ৫.৬)**।
- বিশেষত, **২০২৪-২৫ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে নেট পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে**, যা এই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ (চিত্র ৫.৬)। তবে, **এই বিশাল বিনিয়োগ সত্ত্বেও, সেই মাস বা পরবর্তী মাসগুলোতে শেয়ারের দামে উল্লেখযোগ্য কোনো বৃদ্ধি দেখা যায়নি**। এর কারণ সম্ভবত বিনিয়োগের **একটি বড় অংশ মূলত বন্ডের মতো অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, পুঁজিবাজারে শেয়ার ক্রয়ে নয়**

বিনিয়োগ পরিস্থিতির মন্দাকাল

- তবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের (অনাবাসী বাংলাদেশি) পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করলে সামগ্রিক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ **থেকে একটি ভিন্নধর্মী প্রবণতা দেখা যায়**
- চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুর মাসগুলোতে পোর্টফোলিও বিনিয়োগের **পরিমাণ ৬ থেকে ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল,** তবে **২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই মাসগুলোর তুলনায় মাসিক ভিত্তিতে বিনিয়োগে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়** (চিত্র ৫.৭)
- পোর্টফোলিও বিনিয়োগে এই নিম্নমুখী প্রবণতা বাংলাদেশে **বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থার ধীরে ধীরে ক্ষয় হওয়ার** ইঙ্গিত বহন করতে পারে

চিত্র ৫.৬: বর্তমান এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (নিট) (মিলিয়ন USD)

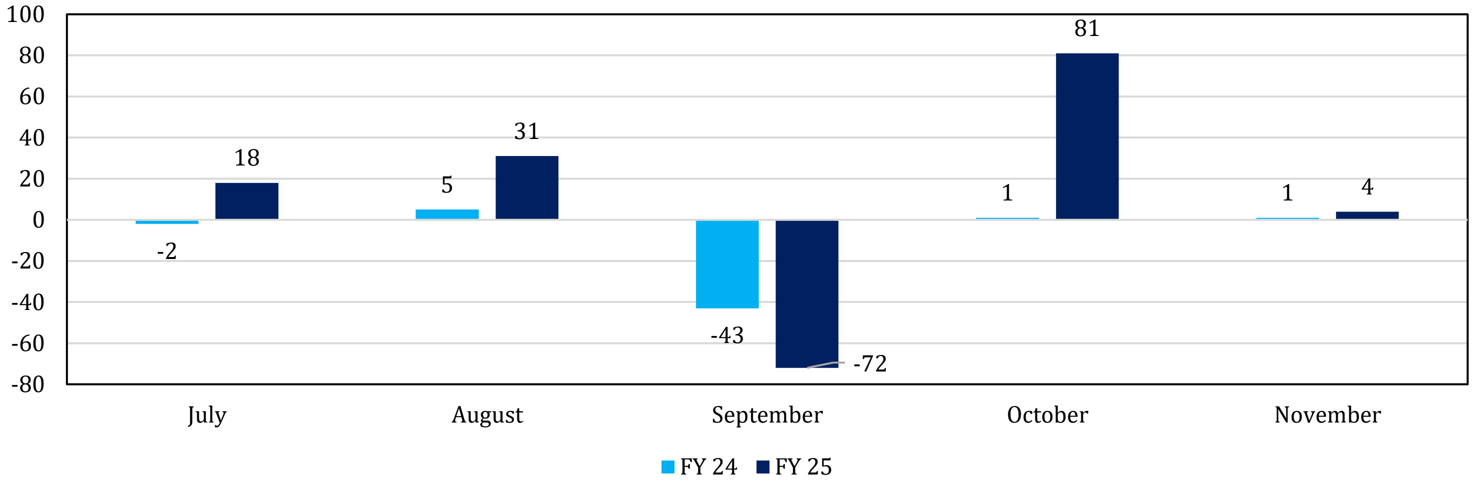

চিত্র ৫.৭: বর্তমান এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে অনাবাসী বাংলাদেশিদের (NRBs) পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (নেট) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

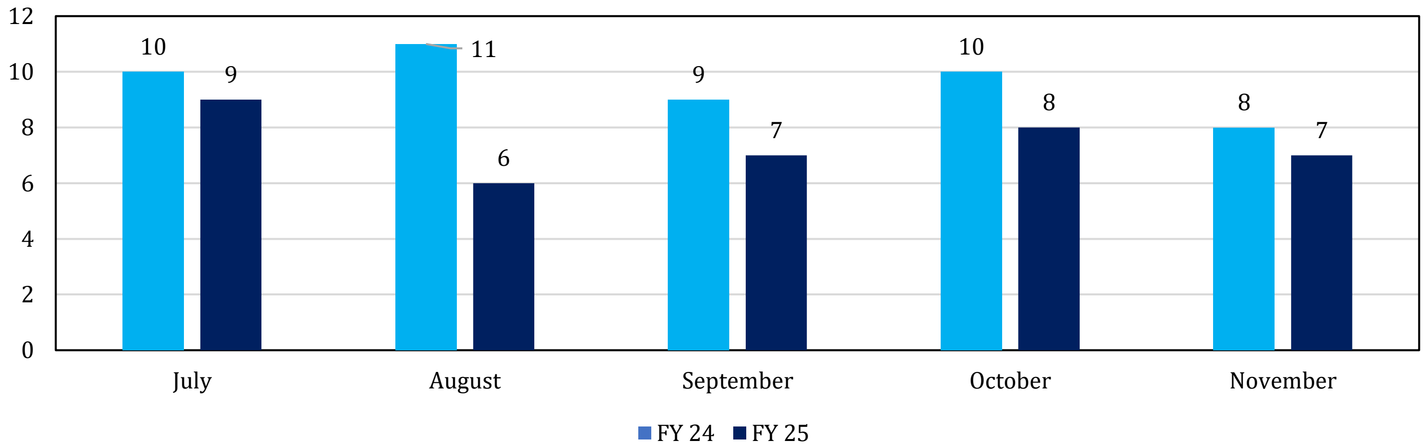

সব তথ্যের সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

৫.৩ পর্যালোচনাঃ উৎপাদন

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক শিল্প উৎপাদন সূচক (Industrial Production Index - IPI) **বাংলাদেশের ব্যবসার উৎপাদনের কিছুটা বিনিয়োগ পরিস্থিতির মতই মন্দাকাল আভাস দেয়**
- ২০২৪ সালের শুরুর দিকে উৎপাদন সূচকে উল্লম্ফন দেখা গেলেও, বছরের **মাঝামাঝি সময়ে বিশেষ করে বড় শিল্প ও উৎপাদন খাতে উল্লেখযোগ্য পতন লক্ষ্য করা গেছে** (চিত্র ৫.৮)
- যদিও **পরবর্তী মাসগুলোতে কিছুটা পুনরুদ্ধার লক্ষ্য করা যায়,** সামগ্রিক উৎপাদন কিছুটা স্থবিরতায় রয়েছে, **যা শিল্প খাতে চলমান চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রতিফলিত করে**
- এছাড়াও, চলমান কারখানা বন্ধের ঘটনাগুলো—যার মধ্যে বেক্সিমকো এবং কেয়া **কসমেটিকসসহ ৬০টি তৈরি পোশাক কারখানার (RMG) বন্ধ হয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত—পুনরুদ্ধারের প্রবণতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে** এবং আগামী মাসগুলোতে সংকট আরও তীব্র করার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে
- ব্যবসার **পাশাপাশি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেকারত্ব পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে**
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) **তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে বেকারত্বের হার যেখানে ছিল ৪.০৭ শতাংশ, ২০২৪ সালের একই সময়কালে তা বেড়ে ৪.৪৯ শতাংশে পৌঁছেছে** (টেবিল ৫.৩)

চিত্র ৫.৮: বৃহৎ, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের সব ধরনের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের শিল্প উৎপাদন সূচক (IIP) (ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬=১০০)

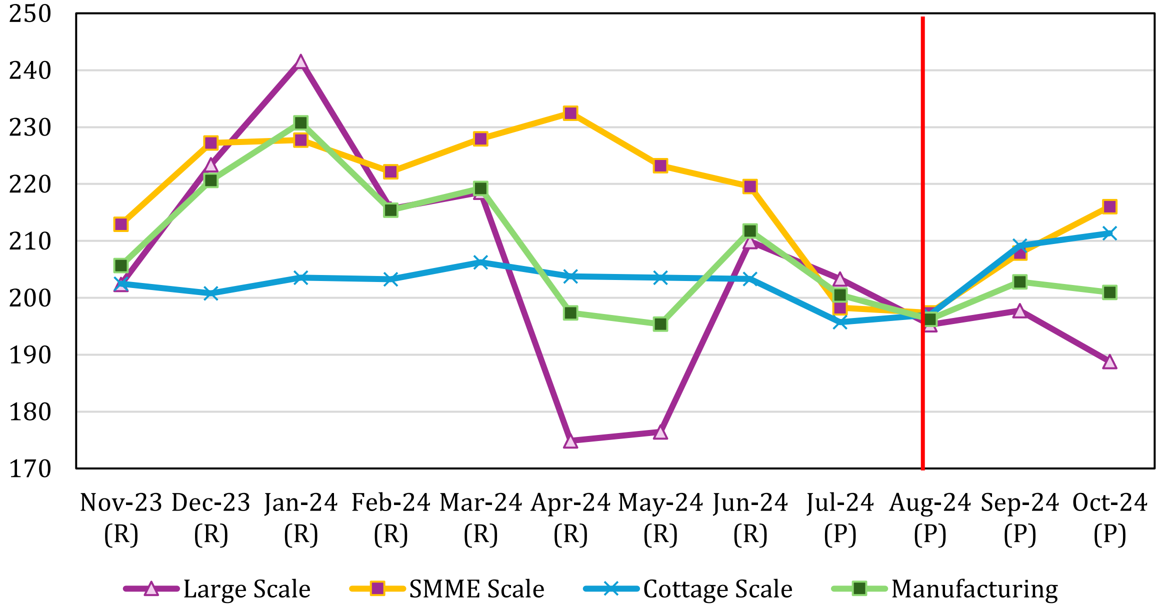

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

টেবিল ৫.৩: বাংলাদেশে বেকারত্বের হার (শতাংশে)*

গ্রুপ	২০২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	২০২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)
পুরুষ	৩.৪৬	৩.৮১
মহিলা	৬.১৫	৭.১৬

সূত্রঃ বিবিএস

৫.৪ ব্যবসা ক্ষেত্রের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- বাংলাদেশের ব্যবসা **খাত আগেও পূর্ববর্তী সরকারের অধীনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ছিল**
- সরকারের পরিবর্তন **নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে** এবং অনেক **বিদ্যমান চ্যালেঞ্জকে আরও তীব্র করেছে**
- পাশের টেবিলটি এমন প্রধান **চ্যালেঞ্জগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছে, যা এখনো ব্যবসাগুলোর জন্য প্রাসঙ্গিক**
- যদিও বেশিরভাগ কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগের প্রয়োজন, **সরকারকে অবশ্যই অপারেশনাল চ্যালেঞ্জগুলির উপর ফোকাস করা উচিত, যা স্বল্পমেয়াদে সমাধান করা সম্ভব এবং তাৎক্ষণিক ভালো ফলাফল আনতে পারে**

টেবিল ৫.৪: বাংলাদেশি ব্যবসা ক্ষেত্রের প্রধান কাঠামোগত ও অপারেশনাল চ্যালেঞ্জসমূহ

কাঠামোগত	অপারেশনাল চ্যালেঞ্জ
দুর্নীতি	উচ্চ কর হার
অদক্ষ সরকারি প্রশাসন	নীতি অস্থিতিশীলতা
অর্থায়নে সীমিত প্রবেশাধিকার	বৈদেশিক মুদ্রার অস্থিতিশীলতা
অপর্যাপ্ত অবকাঠামো	উচ্চ মূল্যস্ফীতি
শ্রমশক্তিতে দুর্বল কাজের নৈতিকতা	উচ্চ সুদের হার
অপ্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি	কাস্টমস ঋণ খুলতে জটিলতা
ট্যাক্স বিধির জটিলতা	গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি
জলবায়ু পরিবর্তন	গ্যাস ও বিদ্যুতের প্রাপ্যতায় বিঘ্ন
অপরাধ ও চুরি	ভ্যাট বৃদ্ধির কারণে দাম বৃদ্ধি
উদ্ভাবনী সক্ষমতার অভাব	ঘন ঘন সড়ক ও মহাসড়ক অবরোধ
সরকারি অস্থিতিশীলতা	আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি
জনস্বাস্থ্যের দুর্বলতা	ভোক্তার আস্থার পতন

সুত্রঃ মোয়াজ্জেম এবং চৌধুরী ২০২৪, সংবাদপত্রসমূহ

৫.৫ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা **গ্রহণের পর মাত্র ছয় মাস পার হয়েছে—যা প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার জন্য অতি সংক্ষিপ্ত সময়**
- ইতোমধ্যেই **ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর চাপ কমানোর এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বেশ কিছু তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে**
- পাশের টেবিলটিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দ্বারা **গ্রহণ করা মূল উদ্যোগগুলো, যা ব্যবসা এবং বিনিয়োগের উপর প্রভাব ফেলতে পারে,** তার সংক্ষেপিত উল্লেখ রয়েছে

টেবিল ৫.৫: ব্যবসায়ীদের জন্য সরকার কর্তৃক নেওয়া প্রধান উদ্যোগসমূহ

ক্ষেত্র	উদ্যোগ
এক্সচেঞ্জ রেট ব্যবস্থাপনা	মার্কেটের চাহিদা ও সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে মার্কিন মূদ্রার রেট বাড়ানো হয়েছে; আন্তঃব্যাংক মুদ্রা লেনদেনের সীমা ১% থেকে ২.৫% বাড়ানো হয়েছে তারল্য বাড়ানোর করার জন্য।
বিদেশি মুদ্রার মজুদ	সরকার মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে মুদ্রার মজুদ থেকে মার্কিন মূদ্রার বিক্রি বন্ধ করে স্থানীয় বাজার থেকে মার্কিন মূদ্রা কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
জ্বালানী মূল্য	স্বয়ংক্রিয় জ্বালানী মূল্য নির্ধারণী সূত্র অনুযায়ী, ডিজেল এবং কেরোসিনের মূল্য লিটার প্রতি ১.২৫ টাকা কমানো হয়েছে; পেট্রোল এবং অকটেনের মূল্য লিটার প্রতি ৬.০০ টাকা কমানো হয়েছে।
দুর্বল ব্যাংকগুলোর সংস্কার	দুর্বল ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের পরিবর্তে স্বাধীন পরিচালকরাই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সম্ভাব্য মুদ্রা পাচারকারী এবং ঋণ খেলাপিদের হিসাব বন্ধ করা হয়েছে, এবং ভুল ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধে নতুন ঋণ প্রদানে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
ব্যাংকগুলোর জন্য ঋণ সহায়তা	বাংলাদেশ ব্যাংক গ্যারান্টর হিসেবে কাজ করে তারল্য সংকট সমাধান করার চেষ্টা করছে; কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ মুদ্রণ করে নগদ সহায়তা প্রদান করেছে।
মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে এবং সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সরকার খরচ কমানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত বাজেট ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে ঘোষণা করা হবে।
বিদেশি বিনিয়োগ	অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছে। EIB বাংলাদেশে তার বিনিয়োগ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, যার মাধ্যমে এর পোর্টফোলিও €২ বিলিয়ন হবে।
ব্যাংকিং খাতের সংস্কার	ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।
সংস্কার কমিশন	পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সংবিধান, দুর্নীতিবিরোধী, স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম, শ্রমিক অধিকার ও নারী বিষয়ক এবং স্থানীয় সরকারের সংস্কারের উদ্দেশ্যে কমিশন গঠন করা হয়েছে।
আমদানি শুল্ক	NBR চাল, পেঁয়াজ এবং আলুর উপর শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। দৈনন্দিন পণ্য এখন LC বা LC মার্জিন ছাড়াই আমদানি করা যাবে, এবং খাদ্য, দৈনন্দিন পণ্য এবং সার আমদানি করা কোম্পানিগুলোর জন্য ঋণের সীমা তুলে নেওয়া হয়েছে।
NBR সংস্কার উদ্যোগ	NBR সংস্কারের জন্য একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ২০২৩ সালের NBR আয়কর আইনের পর্যালোচনার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।
বিদ্যুৎ মূল্য নির্ধারণ	নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ মূল্য বৃদ্ধির ধারাটি বাতিল করা হয়েছে।
বাণিজ্য সংগঠন সংস্কার	অন্তর্বর্তী সরকার FBCCI এবং BGMEA এর পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ করেছে। BKMEA এবং BASIS এ নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।
সেমি-কন্ডাক্টর খাত	সরকার সেমি-কন্ডাক্টর খাতের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা BIDA এর সাথে মিলে এই খাতের উন্নয়নের জন্য একটি বিস্তৃত রোডম্যাপ তৈরি করবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে চিপ ডিজাইন সক্ষমতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সূত্রঃ বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত

৫.৬ সুপারিশমালা

অপারেশনাল সুপারিশমালা

ক) **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক উন্নয়ন প্রয়োজন** যাতে ব্যবসায়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং কোন ধরণের চাঁদাবাজির হুমকি ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনা করা যায়

খ) বিদেশী **বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী এক্সচেঞ্জ রেট (মুদ্রার বিনিময় হার) নিশ্চিত করতে হবে** যাতে তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস পায়

গ) **ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসায় উদ্যোগগুলির (SMEs) জন্য কম সুদের হারসহ ঋণ সুবিধা তৈরি করতে** হবে, তাদের আর্থিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং তারা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে বা নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে

ঘ) চলমান এই সংকটে **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এর আওতা সম্প্রসারিত করা উচিত**

ঙ) CPD (Centre for Policy Dialogue) **এর পরামর্শ অনুযায়ী, জ্বালানীর মূল্য কমানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিত**। যেখানে, **প্রতি লিটার জ্বালানীর মূল্য ১০-১৫ টাকা কমানোর সুযোগ রয়েছে**

চ) **দেশে গ্যাস অনুসন্ধান এর কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং শিল্পের জন্য গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে**

ছ) **BIDA এর one-stop service সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে, যাতে সবাই সহজে এটি ব্যবহার করতে** পারে

জ) যেসব **ব্যবসায়িক সংগঠন প্রশাসকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তাদের দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে**

সিপিডি (২০২৫): বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০২৪-২৫: সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ

ঝ) যেকোনো পণ্যের উপর VAT বাড়ানোর আগে তার ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া ও মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে

ঞ) পুজিবাজারে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি বাজারে স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করতে হবে

কাঠামোগত সুপারিশমালা

ক) একটি **উন্নত ও সুপরিকল্পিত ব্যবসায়িক ফোরাম (BBF) গঠন করতে হবে,** যেখানে সরকার, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন এবং **নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ী নেতাদের যথাসময়ে অবহিত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে**

খ) **রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কর ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন,** সরাসরি কর এবং **সম্পত্তি করের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো যেতে পারে**

৬. ধান ও গম খাত: নিম্ন উৎপাদন ও উচ্চ ব্যয়ের বৃত্তে

চাল ও গম উৎপাদন

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের **প্রথমার্ধে আমন ধানের উৎপাদন কম হয়েছে** যা চালের যোগানের ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরী করতে পারে (সারণি ১)
  - আগস্ট ২০২৪-এর বন্যায় ২৩ জেলায় আমন আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত; সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯১ শতাংশ জমি আবাদ হয়েছে
  - ২০২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে আমন ধানের মাড়াই সম্পন্ন হলেও সরকারি তথ্য প্রকাশিত হয়নি
    - সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, **আমন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.৭ শতাংশ কম হতে পারে (প্রায় ৩ লাখ মেট্রিক টন)**
- চালের উচ্চমূল্যের কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বোরো ধানের আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৫০.৭০ লাখ একর
  - কৃষি মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ২২.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন আমন উৎপাদন (গত বছরের ২১.১ মিলিয়ন টনের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি)
- **বাজারে চালের চাহিদা বৃদ্ধির কারণ: শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে, পশুখাদ্য** ইত্যাদিতে চালের ব্যবহার বাড়ছে
  - গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক কাজে চাল ব্যবহার নির্ধারণে বিস্তারিত পরিসংখ্যান থাকা জরুরি

সারণি ১: চাল ও গম উৎপাদন (লক্ষ্য মেট্রিক টনে)

অর্থবছর	আউশ	আমন	বোরো	মোট চাল	গম	মোট (চাল ও গম)	পরিবর্তন (শতকরায়)
২০১৮-১৯	২৮	১৪১	১৯৬	৩৬৫	১০.২	৩৭৫.২	
২০১৯-২০	২৮	১৪২	১৯৬	৩৬৬	১০.৩	৩৭৬.৩	০.৩
২০২১-২১	৩৩	১৪৪	১৯৯	৩৭৬	১০.৯	৩৮৬.৮	২.৮
২০২১-২২	৩০	১৫০	২০২	৩৮২	১০.৯	৩৯২.৯	১.৬
২০২২-২৩	২৯	১৫৪	২০৮	৩৯১	১১.৭	৪০২.৭	২.৫
২০২৩-২৪	৩০	১৬৭	২১১	৪০৮	১১.৭	৪১৯.৭	৪.২
২০২৪-২৫		**১৬৫ (p)**	**২২৬ (লক্ষ্য)**		**১২.১**		

তথ্য সূত্রঃ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ), ২০২৫ থেকে গবেষকের বিশ্লেষণ; p অসম্পূর্ণ অর্থে বোঝানো হয়েছে

- চালের এই **উৎপাদন ঘাটতির কারণে** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে **আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি** পেয়েছে
  - মোট ২.৮ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছে, যার বেশিরভাগই বেসরকারি খাত থেকে
  - চালের অস্থিতিশীল বাজারের কারণে সরকার ৭ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির পরিকল্পনা করেছে, যা ২০১৭-১৮ এর পর সর্বোচ্চ
  - খাদ্য হিসেবে গম, চালের ভালো বিকল্প হলেও, **গমের আমদানি** গত বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে **প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে**
  - চাল এবং গমের সরবরাহের অভাবে চালের বাজার আরও অস্থিতিশীল হয়েছে এবং **খুচরা বাজারে চালের দাম** গত বছরের তুলনায় এ বছরে **উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে**

সারণি ২: ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আমদানি (লক্ষ্য মেট্রিক টনে)

সময়সীমা	খাদ্যশস্য	সরকারি	বেসরকারি	সর্বমোট
জুলাই ২০২৪ - ১৫ জানুয়ারী ২০২৫	চাল	০.৮	২.১	২.৮
	গম	৩.১	৩০.৮	৩৩.৯
	মোট	**৩.৯**	**৩২.৮**	**৩৬.৭**
জুলাই ২০২৩ - ১৫ জানুয়ারী ২০২৪	চাল	০	০	০
	গম	৭.৮	৫৮.৪	৬৬.৩
	মোট	**৭.৮**	**৫৮.৪**	**৬৬.৩**

তথ্য সূত্রঃ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ), ২০২৫ থেকে গবেষকের বিশ্লেষণ

খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি

- এই মৌসুমে আমন ধানের সংগ্রহ পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয় কারণ লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৭.৮ শতাংশ সংগ্রহ দেখা যাচ্ছে যা আগামীতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম
  - সরকার আমন ধান, সেদ্ধ চাল এবং আতপ চালের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১০ লাখ মেট্রিক টন
  - সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে – বর্তমানে মাত্র ৩.৭৮ লাখ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ হয়েছে
  - সেদ্ধ চাল এবং আতপ চালের সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে ভালো (৫৫ শতাংশ); কিন্তু আমন ধানের সংগ্রহ অনেক কম (শুধু ৪.৩ শতাংশ)
  - এই লক্ষ্য ২০২৩-২৪ অর্থবছর-এর আমন চালের সংগ্রহ (৬.৬ লাখ মেট্রিক টন) থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি
- লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে, সরকার সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি ৭-১০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে
  - সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধির পরেও কৃষক এবং মিলাররা মনে করেন সরকারি মূল্য (৩৩-৪৭ টাকা) বাজার মূল্যের তুলনায় কম প্রতিযোগিতামূলক, বিশেষত আমন ধানের ক্ষেত্রে (৩৪.৪ টাকা প্রতি কেজি)।
- কম সংগ্রহের প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হলো চালের মানের নির্ধারিত মানদণ্ড, যেমন আর্দ্রতার স্তর, ভাঙা চালের পরিমাণ ইত্যাদি, যেগুলি কৃষকরা মেনে চলা কঠিন মনে করেন, এবং তাই তারা চাল উন্মুক্ত বাজারে বিক্রি করেন
  - চাল গুদামে পরিবহন করার সময় সরকারি কেনার নিশ্চয়তা না থাকলে কৃষকদের খরচ ও ঝুঁকি বাড়ে। এ ধরনের শর্ত মিল মালিকদের পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ তাদের সেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে

সারণি ৩: সরকারি অভ্যন্তরীণ আমন ধান সংগ্রহের মূল্য, লক্ষ্য ও সময়সীমা

আমন ধান সংগ্রহের ধরণ	মূল্য (কেজি প্রতি টাকা)	লক্ষ্য (টনে)	অগ্রগতি		সময়সীমা
			টনে	শতাংশে	
ধান	৩৩	৩৫০,০০০	১৫২০৪	৪.৩০%	১৭ নভেম্বর - ২৮ ফেব্রুয়ারি
সেদ্ধ চাল	৪৭	৫৫০,০০০	৩০৭০৬৬	৫৫.৮০%	
আতপ চাল	৪৬	১০০,০০০	৫৫৪২৬	৫৫.৪০%	১৭ নভেম্বর - ১০ মার্চ
মোট আমন		**১,০০০,০০০**	**৩৭৭,৬৯৬**	**৩৭.৮০%**	

তথ্য সূত্রঃ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ), ২০২৫ ও দৈনিক জাতীয় পত্রিকা থেকে গবেষকের বিশ্লেষণ

খাদ্যশস্য মজুত পরিস্থিতি

- চাল ও গমের সরকারি এবং বেসরকারি মজুত সাম্প্রতিক মাসগুলিতে হ্রাস পেয়েছে এবং অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪-এ সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে (চিত্র ২)
  - ১ ডিসেম্বর ২০২৪-এ সরকারি খাদ্য মজুত ছিল মাত্র ১১ লাখ মেট্রিক টন, আর ৩১ অক্টোবর ২০২৪-এ বেসরকারি মজুত ছিল ১০.৯৫ লাখ মেট্রিক টন
  - খাদ্য মজুতের এই হ্রাস মূলত চালের মজুত কমে যাওয়ার কারণে, যেখানে গমের মজুত সময়ের সাথে স্থিতিশীল ছিল
- খাদ্য মজুত কমে যাওয়ার কিছু কারণ:
  - জুলাই ২০২৪-এ আউশ উৎপাদন কম হওয়া (গড়ের তুলনায় ৭ শতাংশ কম); এবং
  - বোরো চালের সংগ্রহ মাঝারি পর্যায়ে, যার সংগ্রহ আগষ্ট ৩১ ২০২৪-এ শেষ হয়
- চাল ও গমের সরকারি খাদ্য মজুত একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের খাদ্য প্রাপ্যতার গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বাজার মূল্য, আমদানি প্রয়োজনীয়তা এবং পরবর্তী মৌসুমে উৎপাদন বৃদ্ধির সংকেত দেয়

চিত্র ২: চাল ও গমের সরকারি মজুত এবং চাল ও ধানের বেসরকারি মজুত (লাখ মেট্রিক টনে)

সরকারি মজুত

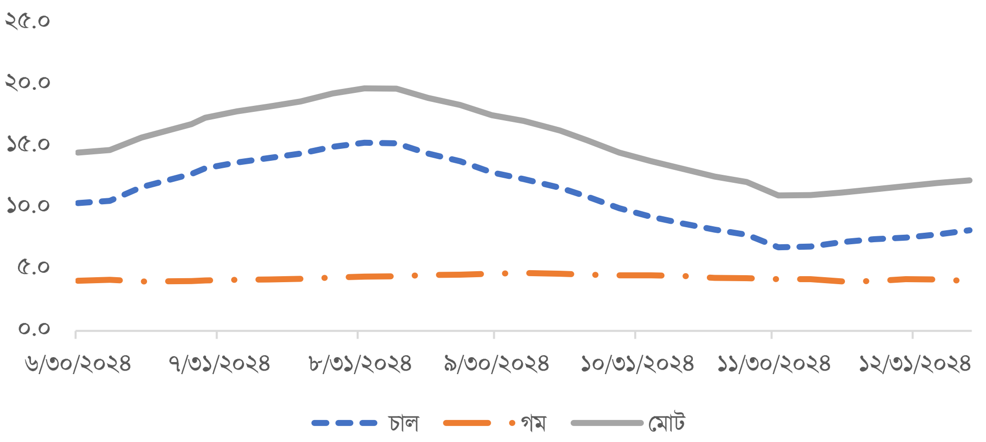

বেসরকারি মজুত (আমদানি, মিলার, পাইকার, খুচরা)

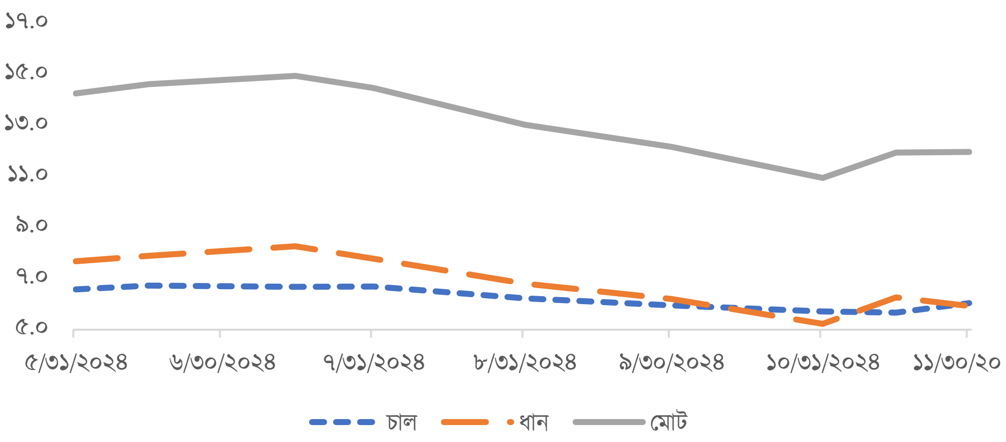

খাদ্যশস্য বিতরণ পরিস্থিতি

- ❑২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম অর্ধে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কম ছিল (টেবিল ৪)
  - ➢ কম খাদ্য মজুত সরকারকে খাদ্য বিতরণ কমাতে বাধ্য করেছে
  - ➢ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত, খাদ্যশস্যের মোট পাবলিক মজুত প্রায় ১১.৭৮ লাখ মেট্রিক টন
  - ➢ জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ চ্যানেলের মাধ্যমে মোট ১২.৪৩ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৩.০৫ লাখ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে
  - ➢ জানুয়ারি ২০২৫-এ মজুত কমে ১২.২ লাখ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে, যার মধ্যে চালের মজুত মাত্র ৮.২ লাখ মেট্রিক টন
  - ➢ তবে, সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত PFDS ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যা ২৩টি বন্যা আক্রান্ত জেলায় মানুষের সহায়তার জন্য হয়ে থাকতে পারে (FPMU, ২০২৫)
- ❑সরকারি খাদ্য বিতরণ পরিস্থিতি থেকে দেখা যায় যে অ-বিক্রয় খাতের **কাবিখা** এবং VGD প্রোগ্রামে PFDS বরাদ্দের হ্রাস হয়েছে
  - ➢ চালের বিতরণ বাড়লেও গমের বিতরণে উল্লেখযোগ্য কম দেখা গেছে

টেবিল ৪: সরকারের মজুত এবং খাদ্য বিতরণ (লাখ মেট্রিক টনে)

মাসসমূহ	পুঞ্জিভূত সরকারি মজুত		পুঞ্জিভূত সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ	
	চাল	গম	চাল	গম
২৪-জুলাই	১৩.২৩	৪.১	০.৮৬	০.৮
২৪-অগাস্ট	১৪.৯৮	৪.৩৪	১.৭৩	১
২৪-সেপ্টেম্বর	১২.৯	৪.৬৮	৪.৯৫	১.৪৫
২৪-অক্টোবর	৯.৯৯	৪.৫২	৮.৩৫	২.০৮
২৪-নভেম্বর	৭.৮৩	৪.২৮	১১.১	২.৫৭
২৪-ডিসেম্বর	৭.৫৮	৪.২	১২.৪৩	৩.০৫
২৫-জানুয়ারি	৮.২	৪.০৫		

- সার উৎপাদন ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে এবং এর উৎপাদন প্রতি বছরেই কমে যাচ্ছে
  - ২০১০ অর্থবছরে ১১.৪ লাখ মেট্রিক টন থেকে ২০২৪ অর্থবছরে ৬.৬ লাখ মেট্রিক টনে নেমেছে
  - ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদন মাত্র ০.২ লাখ মেট্রিক টনে নেমে এসেছে, যা ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ছিল ১.০ লাখ মেট্রিক টন (চিত্র ৩)
  - সার উৎপাদনের ধীরগতি সরকারকে সার আমদানি করতে বাধ্য করেছে
  - তবে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে সার সরবরাহ স্থিতিশীল না থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে সার আমদানি কমে গেছে।

চিত্র ৩ সারের আমদানি ও উৎপাদন

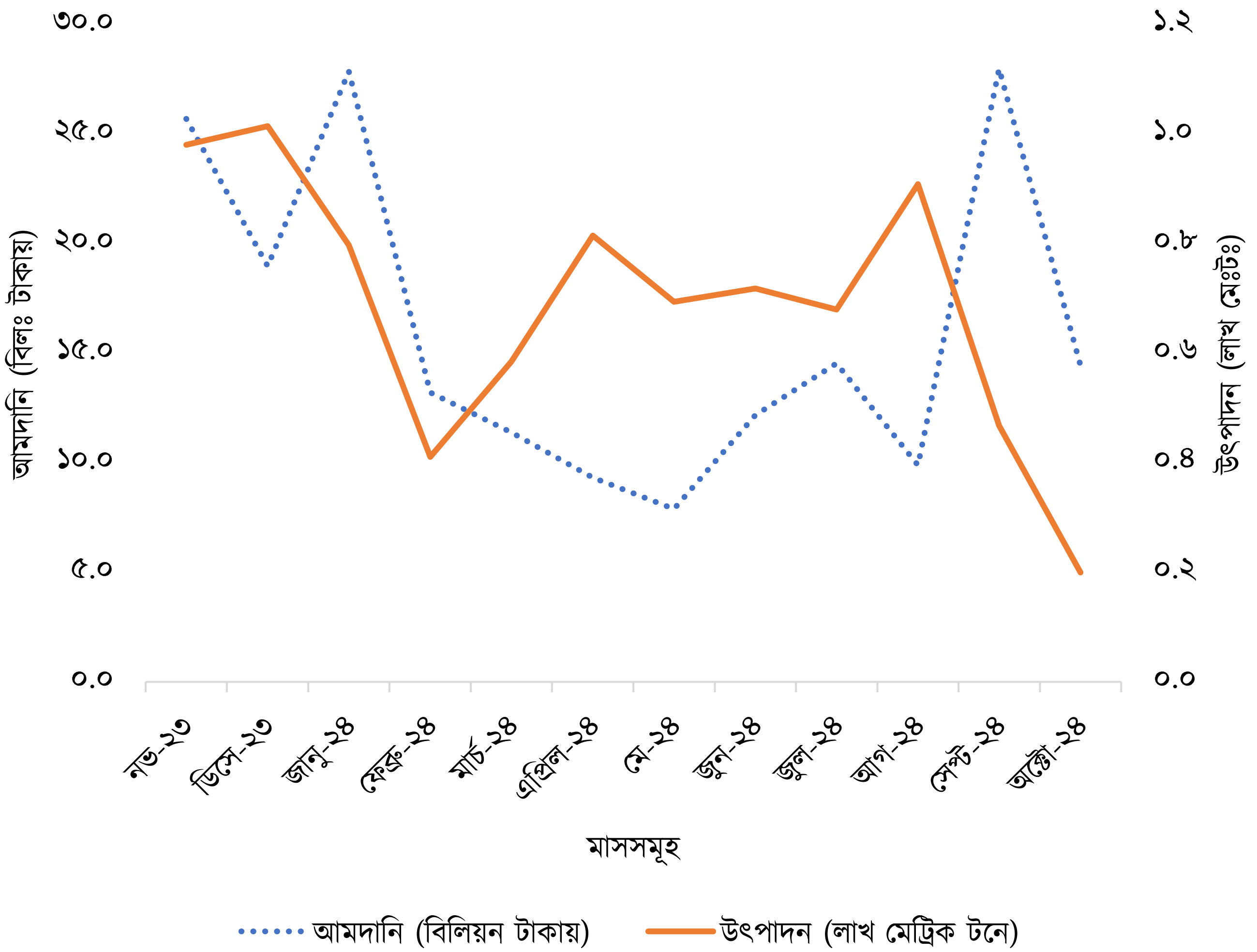

সারের যোগান

- ❑সার আমদানির জন্য পর্যাপ্ত ডলার বরাদ্দ না হওয়া, আমদানি খরচ বৃদ্ধি এবং আমদানির পেমেন্টে বিলম্বের কারণে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার কম আমদানি করা হয়েছে (সারণী ৬)
  - সারের সরবরাহ সীমিত হওয়ার কারণে, কৃষকেরা এক কিলোগ্রাম ইউরিয়া এবং নন-ইউরিয়া সারের জন্য সরকারি মূল্যের চেয়ে ২-১১ টাকা বেশি দামে সার ক্রয় করছে
  - ২০২৫ সালের বোরো মৌসুমের জন্য সার মজুদ প্রায় ২০.৮ লাখ মেট্রিক টন, যা গত বছরের তুলনায় (২৮.৭ লাখ মেট্রিক টন) অনেক কম

সারণী ৬: আসন্ন বোরো মৌসুমের (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫) জন্য সার মজুদ

সারের নাম	মজুত (লক্ষ মেঃ টঃ)
ইউরিয়া	১১
ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি)	২.৪
ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি)	৪.৮
মিউরিয়েট অব পটাশ (এমওপি)	২.৬
মোট	**২০.৮**

উৎপাদন খরচ

- বছরের পর বছর ধরে ধানের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণী ৭)
  - উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির সাথে সার, কীটনাশক, বীজ, সেচ, জমির ভাড়া, শ্রম এবং যন্ত্রনির্ভর কৃষিকাজের খরচ বৃদ্ধি জড়িত
  - উৎপাদন খরচের একটি অংশ আমদানিকৃত উপকরণের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ডলারের বিপরীতে আমদানি খরচ বেড়ে গেছে
  - এখনও স্পষ্ট নয় যে, ফসল কাটার মৌসুমে বিক্রির সময় কৃষকরা কতটা উচ্চ উৎপাদন খরচ সামাল দিতে পারবে
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে দেখা যায় যে, ২০২৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর আমন মৌসুমে কৃষকরা প্রতি মণ ধানের জন্য ১২৫০-১৩২০ টাকা পেয়েছেন, যা আগের বছরের ফসল কাটার মৌসুমের মূল্যের চেয়ে বেশি হলেও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে
  - কৃষকরা আংশিকভাবে উচ্চ উৎপাদন খরচ সামাল দিতে পারলেও অধিকাংশ মুনাফা মিলার বা আড়ৎদার, পাইকার এবং খুচরা পর্যায়ে রয়ে যায় (সারণী ৭)
  - ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চালের খুচরা মূল্য বৃদ্ধি এটাও নির্দেশ করে যে, চাল সরবরাহ চেইনে অধিকাংশ মুনাফা বিতরণকারী এজেন্টদের কাছেই পৌঁছেছে

সারণী ৭: ধান ও গমের বার্ষিক জাতীয় গড় বাজার দর

পণ্যের নাম	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
			কৃষকপ্রাপ্ত (টাকা/কেজি)		
বোরো মোটা	১৭.৩	২৪.৩	২৪.৬	২৭.৯	২৭.৯
বোরো মাঝারী	১৯.৮	২৬.৯	২৭.৯	৩১.৩	৩০.৩
			পাইকারী (টাকা/কেজি)		
চাল মোটা	২৭.৫	৩৫.৬	৪১.১	৪২.৫	৪৪.৩
চাল মাঝারী	৩৪.৯	৪০.৮	৪৮.৩	৫১.৪	৫২.৭
চাল সরু	৪৫.৪	৫১.৯	৫৬.৭	৬২.৯	৬৪.৩
			খুচরা (টাকা/কেজি)		
চাল মোটা	৩০	৫৫	৪৩	৪৫	৪৭
চাল মাঝারী	৩৭	৪৩	৫১	৫৪	৫৬
চাল সরু	৪৮	৪৮	৬০	৬৬	৬৮
			গম (টাকা/কেজি)		
কৃষকপ্রাপ্ত	২৩	২৪	২৯	৪৫	৪৪
পাইকারী	২৫	২৫	২৭	৩৭	৪৫
খুচরা	২৭	২৮	৩০	৩৯	৪৮

সিপিডি (২০২৫): বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০২৪-২৫: সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ

অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপ

- জাতীয় দৈনিক পত্রিকা অনুযায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ধান ও গমের উৎপাদন বাড়ানো এবং সার সরবরাহ স্থিতিশীল করতে বেশকয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে
  - প্রথমত, সরকার ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সার মজুদ বজায় রাখতে কাজ করেছে, যাতে ঘাটতি এড়ানো যায়
    - এছাড়া, ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বোরো মৌসুমের চাহিদা পূরণের জন্য সরবরাহ চেইন সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেছে
  - দ্বিতীয়ত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সার ভর্তুকি কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও অপচয় রোধ করার জন্য জোর দিয়েছে
    - সার বিতরণে স্বচ্ছতা ও কার্যকর ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে একটি ডিজিটাল বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে
    - এই উদ্যোগটি প্রতি বছর ২,৫০০-৩,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে
  - তৃতীয়ত, সরকার আধুনিক সংরক্ষণ ও পরিবহন অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে, যাতে সার আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা যায়
    - সময়মতো সার বিতরণ নিশ্চিত করতে রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে
- তবে, ধান ও গমের উৎপাদন বাড়ানো এবং উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সরকারকে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে

চাল ও গমের সরবরাহ চেইনে সংস্কারের জন্য করণীয়

চাহিদার প্রক্ষেপণ

- অ-গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্য চালের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বার্ষিক চালের চাহিদার সঠিক অনুমান অত্যন্ত জরুরি
  - এই অনুমানে বিএসএস কর্তৃক পরিচালিত HIES-এ গৃহস্থালী চাল ব্যবহারের পাশাপাশি অ-গৃহস্থালী চাল ও গম ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ জরিপ পরিচালনার প্রয়োজন

উৎপাদন সামগ্রীর কাঁচামালের খরচ হ্রাস

- ধানের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য আমদানি করা কাঁচামাল, যেমন সার ও কীটনাশকের দাম কমাতে হবে
  - গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে স্থানীয় গ্যাস দিয়ে সার কারখানার চাহিদা পূরণ কঠিন হবে
  - মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করে সার আমদানি খরচ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে

ভর্তুকির যথার্থতা নিরূপণ

- সার ও অন্যান্য উপকরণে ভর্তুকির অপচয় কমানোর জন্য নজরদারি বাড়ানো দরকার
  - ডিজিটাল সার বিতরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন

গ্রামীন মূল্যস্ফীতি হ্রাস

- গ্রামীণ এলাকায় মূল্যস্ফীতি কমানোর মাধ্যমে ধান ও গম উৎপাদনে শ্রমের খরচ কমানো সম্ভব
  - গ্রামীণ এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া উচিত
  - বপন, রোপণ ও ফসল কাটার মতো প্রধান কৃষিকাজে যান্ত্রিকীকরণ বাড়ানোর পাশাপাশি দিনমজুর ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচ কমবে

চাল ও গমের সরবরাহ চেইনে সংস্কার এর ক্ষেত্রে করণীয়

খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও যোগানের পূর্বাভাস জোরদার ও যৌক্তিক শর্তারোপ

- চাল ও গমের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে
  - খাদ্য সরবরাহ ও মূল্য নিরীক্ষণের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে সরকারি ও বেসরকারি খাদ্য মজুদের বিষয়ে পূর্বাভাস দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে
  - একজন স্বনামধন্য কৃষি অর্থনীতিবিদের নেতৃত্বে একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যা খাদ্য উৎপাদন, আমদানি ও বাজারমূল্যের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে
  - সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং সংগ্রহ মূল্যের নির্ধারণ আরও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে
  - উল্লিখিত বিশেষ কমিশন এই কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে
  - সংগ্রহের শর্তাবলী বড় কৃষক ও মিলারদের জন্য সহায়ক অন্যদিকে তা ছোট কৃষকদের নিরুৎসাহিত করে। সংগ্রহ প্রক্রিয়া সংশোধন করে এটি স্বচ্ছ, উন্মুক্ত ও সকলের জন্য সহজলভ্য করতে হবে

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে, যা টাকার অবমূল্যায়ন কমাবে
  - রিজার্ভ বাড়োলে সারের প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সার আমদানিকারকদের সহায়তা করবে

৭. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সংকট: আবদ্ধ "দুষ্টচক্রে"

Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)

২০২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবস্থা

❑ সামগ্রিক খাতভিত্তিক পরিবর্তন

- ✓ ২০২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে **বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৭.১)**, যা জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর্যায়ক্রমিক বন্ধের ফলে হয়েছে
- ✓ গত ছয় মাসে নতুন **কোনো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক রেন্টাল বা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়নি**
  - ✓ মৌসুমভিত্তিক চাহিদা কম এবং ব্যয়বহুল ফুয়েল অয়েল এড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের কারণে ফুয়েল অয়েলের অংশ আরও ২% কমেছে
- ✓ জ্বালানি মিশ্রণে **গ্যাস বা এলএনজি ৪৩%** শেয়ার নিয়ে প্রধান অবস্থানে রয়েছে
- ✓ **নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান এখনও নগণ্য (৪%)**
  - ✓ বিগত ৬ মাসে **নবায়নযোগ্য জ্বালানির সংযোজনের অগ্রগতি তেমন হয়নি**
  - ✓ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছে
- ✓ গত ৫-৬ মাসে **সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি** পরিলক্ষিত হয়েছে

সারণি ৭.১: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সামগ্রিক পরিবর্তন

সূচক	অবস্থা (১ আগস্ট ২০২৪)	অবস্থা (১৫ জানুয়ারি ২০২৫)
স্থাপিত সক্ষমতা (মেগাওয়াট, অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড)	৩১,৫২০ মেগাওয়াট	৩১,১৪৪ মেগাওয়াট
প্রাকৃতিক গ্যাস (%)	৪৩	৪৩
ফার্নেস তেল (%)	২৩	২১
ডিজেল (%)	২	২
কয়লা (%)	১৯	২১
জলবিদ্যুৎ (%)	১	১
অন-গ্রিড সৌর ও বায়ু (%)	২	৩
বিদ্যুৎ আমদানি (%)	১০	৯
মোট সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিমি)	১৫,৬৩৬ সার্কিট কিমি	১৬,০৬০ সার্কিট কিমি
মোট বিতরণ লাইন (কিমি)	৬,৪৩,০০০ কিমি	৬,৪৮,৭২৫ কিমি
নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ (%)	৩	৪

উৎস: বিপিডিবি (BPDB) এবং স্রেডা (SREDA)

২০২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবস্থা

❑ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে কাজ করছে
- সরকার ঘোষণা করেছে যে সরকার নয়, **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) জনশুনানির মাধ্যমে** তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করবে
  - ✓ তবে এখনো **জ্বালানি তেলের মূল্য সরকার নির্ধারণ করছে**, যা **আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যকে প্রতিফলিত করে না**
- দুর্ভাগ্যবশত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনো টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ **(SREDA) সংস্কারে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি**
- প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে একটি **স্বতন্ত্র নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেল** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- এধরণের উদ্যোগ বাংলাদেশে **নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরকে তরান্বিত করবে**
- **সংস্কার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অভাব:**
  - ✓ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের আওতায় নেওয়া **প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়নি**।
  - ✓ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে **নীতি ও বিভাগীয় পর্যায়ে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন**।

২০২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবস্থা

❑ কার্যক্রমগত পরিবর্তন

➢ বহু আলোচনার পর, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারত ও নেপালের সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে **৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির**

➢ গ্যাস অনুসন্ধান ও খনন পরিকল্পনা:

✓ **২০২৫ সালের মধ্যে ৩৫টি গ্যাস কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে** ১০টি কূপ ভাড়া করা রিগের মাধ্যমে খনন করা হবে, এবং ২৬টি কূপ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

  ✓ এখন পর্যন্ত মাত্র একটি কূপ খনন শুরু হয়েছে এবং আরেকটি কূপের জন্য জরিপ চলছে।

✓ **এগিয়ে যাওয়ার গতি অত্যন্ত ধীর**, যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

➢ অপরদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলএনজি আমদানির এবং পুনরায় স্পট এলএনজি আমদানি অনুমোদন দিয়েছে|

  ✓ প্রায় দুই ডজন প্রতিষ্ঠানকে এলএনজি সরবরাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য।

➢ একইসাথে সরকার ৩৭ টি সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এলওআই বাতিল করেছে

➢ এধরনের উদ্যোগ সরকারের আমদানি খরচ কমানো এবং দেশীয় সম্পদ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ

➢ যদিও সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

  ✓ মোট ১২টি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা ৩২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে।

➢ তবে, আদালতের কয়লা আমদানির নিষেধাজ্ঞা স্থগিত হওয়ায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

❑ কার্যক্রমগত পরিবর্তন

✓ সরকার বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (PPA) জনসমক্ষে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিলেও, এখনও পর্যন্ত এসব চুক্তি উন্মুক্ত করা হয়নি

✓ সম্প্রতি সিপিডি আরটিআই আইনের আলোকে ২৮ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নিচের নথিগুলো অনুরোধ করে (সারণি ৭.২), কিন্তু দুই দফায় এই আবেদন খারিজ করা হয়

সারণি ৭.১: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সামগ্রিক পরিবর্তন

		তারিখ	বিবরণ
২৮ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নিচের নথিগুলো অনুরোধ করা হয়: • **পিপিএ (Power Purchase Agreement)** • **প্রকল্প প্রোফর্মা (Project Proforma)** • **বাস্তবায়ন চুক্তি (Implementation Agreement)** • **জ্বালানী সরবরাহ চুক্তি**	প্রথম আবেদন	১১/১২/২০২৪	পুনরায় আবেদনের জন্য পরামর্শ দেয়া হল।
	ফলাফল	১৭/১২/২০২৪	
	দ্বিতীয় আবেদন	১৯/১২/২০২৪	নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখিয়ে তথ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করা হয়েছে:
	ফলাফল	৩১/১২/২০২৪	অনুরোধ করা তথ্য • বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে। • বিদেশী রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন বা জোটের সাথে সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত কর। • কপিরাইট লঙ্ঘন করবে। • গোপন প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা তথ্য প্রকাশ করবে।
	আপীল	৭/১/২০২৫	শুনানীতে সিপিডির পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়
	শুনানী	২২/১/২০২৫	• অনুরোধ করা দলিলগুলি প্রকৃতিগতভাবে প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং উন্নয়নমূলক, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের সাথে সরাসরি কোনও যোগসূত্র নেই। • এসব নথি অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এতে অন্তর্নিহিত স্পর্শকাতর পররাষ্ট্রনীতির বিষয় জড়িত নয়। • অনুরোধকৃত কাগজপত্র কপিরাইট যুক্ত নয়। এমনকি যদি হয়, তবে স্বচ্ছতা এবং গবেষণার জন্য সেই নথিগুলি প্রকাশ করা কপিরাইট লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয় না, কারণ এটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয় বরং জনসাধারণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার হবে। • অনুরোধ করা নথিগুলি বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত নয় , বরং আইনী এবং প্রশাসনিক
	শুনানীর ফলাফল	২৭/০১/২০২৫	আবেদন খারিজ

২০২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবস্থা

❑ আইন/নীতিগত পরিবর্তন

➢ "বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত উন্নয়ন আইন, ২০১০" বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটি সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে

➢ পূর্ববর্তী সরকারের অধীনে স্বাক্ষরিত কিছু আলোচিত এবং সমালোচিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে

- ✓ ভারতের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি পুনরায় আলোচনার বিষয়টি বিবেচিত হচ্ছে
- ✓ টেরিফ হ্রাস না হলে, আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশনা অনুসারে চুক্তি বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে
- ✓ ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি পর্যালোচনার জন্য আন্তর্জাতিক জ্বালানি ও আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উচ্চ আদালত একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে

➢ সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সমন্বিত মহাপরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেটি একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

✓ সরকার বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ পুনঃপর্যালোচনা করছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে

➢ নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা পুনর্বহাল করা হয়েছে

- ✓ ২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিনিয়োগকারীরা আয়কর ছাড় পাবে
- ✓ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ বছরের জন্য কর অব্যাহতি দেওয়া হবে

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ঋণের দুষ্টচক্র

- তীব্র আর্থিক সংকট:
  - ✓ বাংলাদেশের জ্বালানি খাত মারাত্মক **আর্থিক সংকটে পড়েছে, যার জন্য মূলত পূর্ববর্তী সরকারের নীতিকাঠামো দায়ী**
  - ✓ এই সংকট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শুরু করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে (চিত্র ৭.১)
- ➢সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক চাপ:
  - ✓ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সংকটের কারণে তাদের আর্থিক দায় পরিশোধ করতে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হিমশিম খাচ্ছে
  - ✓ এই ক্রমবর্ধমান ঋণ দেশের জ্বালানি অবকাঠামোর স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে

চিত্র ৭.১: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ঋণের ফাঁদ চক্র

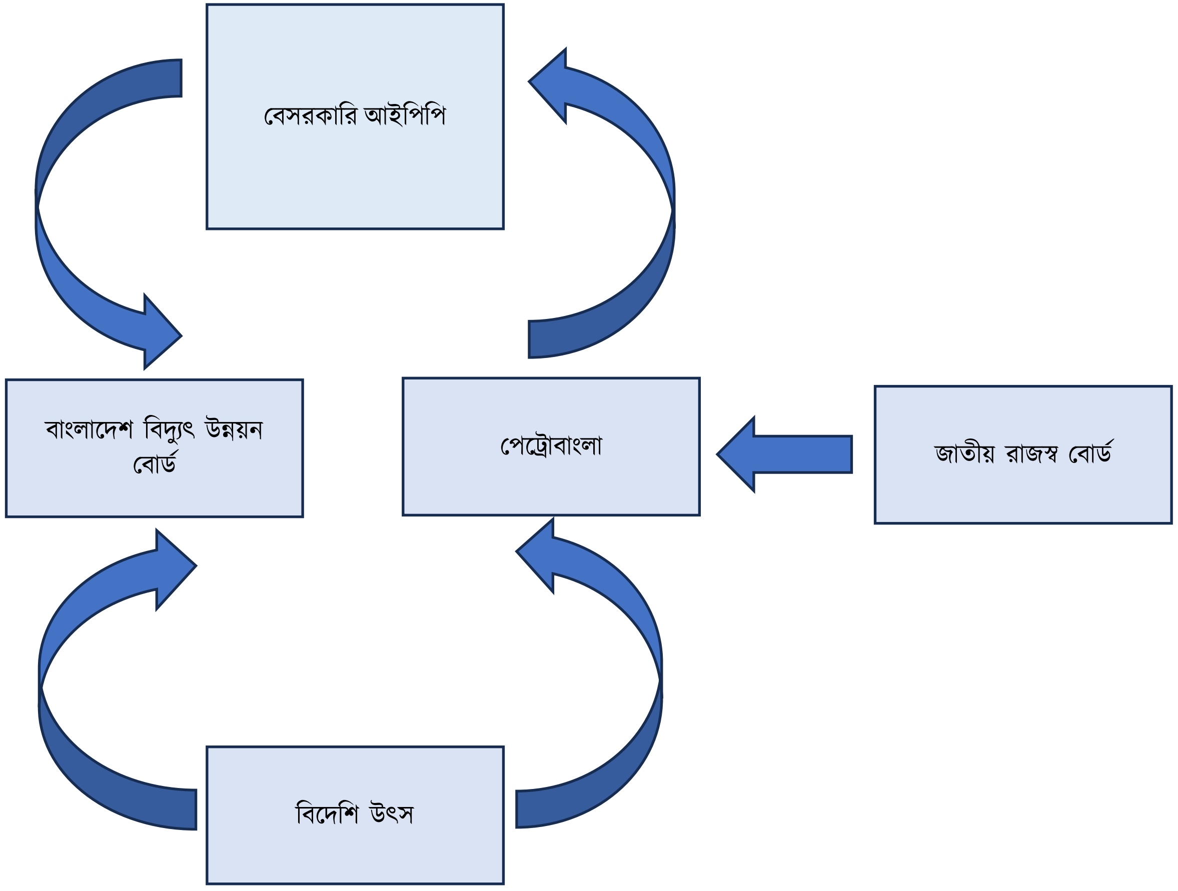

সূত্রঃ লেখকের নিজস্ব

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ঋণের দুষ্টচক্র

চিত্র ৭.২: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ঋণ চক্র

বিপিডিবি: সরকারী এবং বেসরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কাছে বিপিডিবির ২১,০০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।

আদানির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বকেয়া প্রায় ৮৪৫ মিলিয়ন ডলার (৮,৪০০ কোটি টাকা)।

আইপিপি: বেসরকারি আইপিপি এবং সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের কারণে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত পেট্রোবাংলার কাছে মোট ১৯৫ বিলিয়ন টাকা (১৯,৫০০ কোটি টাকা) বকেয়া রয়েছে।

পেট্রোবাংলা: প্রাকৃতিক গ্যাস ও এলএনজি আমদানির জন্য বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে মোট ৭২২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮,৬৬৪ কোটি টাকা) বকেয়া রয়েছে।
বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে সরবরাহকৃত গ্যাসের জন্য চেভরন বাংলাদেশ-এর কাছে ২২২.৫৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২,৬৭০ কোটি টাকা) ঋণী।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড: পেট্রোবাংলার ৩৫,৮৬২ কোটি টাকা পরিমাণ বকেয়া কর এনবিআরের কাছে রয়েছে।

সূত্রঃ সংবাদপত্র থেকে লেখকদের চিত্রণ

সারণি ৭.২: সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা (কোটি টাকা)

সূচক	বিপিডিবি	পেট্রোবাংলা	বিপিসি
বছরের নিট লাভ/ক্ষতি (কোটি টাকা)	-৮,৭৬৪	-১৪,৫৫৫	৩,৮৪১
সরকারের ভর্তুকি (কোটি টাকা)	৩৮,২৮৯	৩৯,৫৩৫	০
ঋণ বা পরিশোধযোগ্য অর্থ (কোটি টাকা)	২৯,৪০০	৮,৬৬৪	০

সূত্রঃ বিপিডিবি, বিপিসি ও পেট্রোবাংলা বার্ষিক প্রতিবেদন

❑ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ঋণের দুষ্টচক্র

➢ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি:

✓ **বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ও পেট্রোবাংলা** সবচেয়ে বেশি ঋণের বোঝা বহন করছে।

✓ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে, কারণ তারা জ্বালানি তেলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছে।

✓ বিপিসি কিছু বকেয়া ঋণ থাকলেও, বিপিডিবি ও পেট্রোবাংলার তুলনায় আর্থিকভাবে বেশি স্থিতিশীল।

সুপারিশমালা

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ঋণের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সংকট সমাধানের জন্য একটি নির্দিষ্ট **দুই বছরের পরিকল্পনা** গ্রহণ করতে হবে, যা পুরো খাতকে এই অবস্থা থেকে বের করে আনতে সহায়ক হবে।

ক. সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সংকট নিরসনের সুপারিশ

- ➢ **বিপিডিপি বিগত কয়েক বছর ধরে বড় ধরনের লোকসানে রয়েছে,** যার প্রধান কারণ **স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী (IPP), ভাড়াভিত্তিক এবং দ্রুত ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উচ্চ উৎপাদন ব্যয়**
- ✓ বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া সত্ত্বেও, এই লোকসান **বর্তমান ও ভবিষ্যতে সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না**
- ✓ **বিপিডিপিকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হতে হলে অতিরিক্ত ব্যয়ে বিদ্যুৎ ক্রয় না করে সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র** বিশেষ করে **গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন** বাড়াতে হবে
- ✓ **অকার্যকর ও পুরাতন জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে,** কারণ এগুলো অধিক জ্বালানি ব্যয় করে কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে
- ✓ **বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সাথে 'ক্যাপাসিটি পেমেন্ট' বাতিল করে 'No Electricity, No Pay' নীতি চালু করতে হবে,** আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ।
- ➢ **বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) -এর হাতে দেওয়া উচিত**
- ✓ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) **বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও জ্বালানি কোম্পানিগুলোর আর্থিক অডিট ও রিপোর্টিং পর্যবেক্ষণ করবে** স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য
- ✓ **BERC-এর কঠোর পদক্ষেপে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় কমানো সম্ভব।**

➢পেট্রোবাংলা- এর এলএনজি আমদানি কমিয়ে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান বাড়াতে হবে

✓এলএনজি আমদানির বদলে, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া না হলে ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৬টি কূপ খননের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে না

✓এ প্রেক্ষাপটে, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এলএনজি সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে গ্যাসের অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান আরও দুর্বল হবে

✓সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানিগুলিকে উপকূলীয় ক্ষেত্রগুলিতে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য স্বাগত জানাতে পারে

➢সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে

✓বিপিডিবি, বিপিসি, আরপিজিএল এবং পেট্রোবাংলা- এর আর্থিক তথ্য নিয়মিত আপডেট করে প্রকাশ করতে হবে।

✓এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাব আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা উচিত।

খ. অন্যান্য সুপারিশ

- **বাতিলকৃত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর LOI পুনর্মূল্যায়ন করে আলোচনার মধ্যমে ন্যায্য ট্যারিফ নির্ধারণ করতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা হয়**
  - ✓ অন্যায্য ও প্রতিযোগিতাহীন ট্যারিফ থাকলে, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে তা সমাধান করতে হবে।
- **নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদের সনাক্তকরণ ও মূল্যায়নে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন**
  - ✓ সৌর, বায়ু ও জলবিদ্যুতের সম্ভাব্যতা মূল্যায়নের জন্য গবেষণা, সাইট নির্বাচন ও রিসোর্স ম্যাপিং প্রয়োজন।
  - ✓ স্বচ্ছতার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা জরুরি।
  - ✓ সরকার স্যাটেলাইট ম্যাপিং ব্যবহার করে দেশের উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করতে পারে, যা বেসরকারি ও সরকারি পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে সহায়ক হবে।
- **বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ক্রয় চুক্তি ও তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা:**
  - ✓ সরকার এখনো পিপিএ ও অন্যান্য সরকারি চুক্তি উন্মুক্ত করেনি, যা প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে।
  - ✓ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সকল তথ্য প্রকাশ করা উচিত, কারণ এগুলো আইনত গোপনীয় তথ্য নয়।
  - ✓ সব তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপডেট ও প্রকাশ করতে হবে।
- **দেশীয় কয়লা উত্তোলন সংক্রান্ত আলোচনার অবসান ঘটানো এবং কয়লা আমদানি নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করা দরকার**
  - ✓ পূর্ববর্তী সরকার নীতিমালায় দেশীয় কয়লা উত্তোলনের আলোচনা করেছে, যা জ্বালানি রূপান্তরের জন্য হুমকি।
  - ✓ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এই আলোচনাকে স্থগিত করা উচিত এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে।
  - ✓ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কয়লা আমদানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

৮. ব্যাংকিং খাতের সংস্কার প্রস্তাব

ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা

চিত্র: ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী CRWA অনুপাত (শতাংশে)

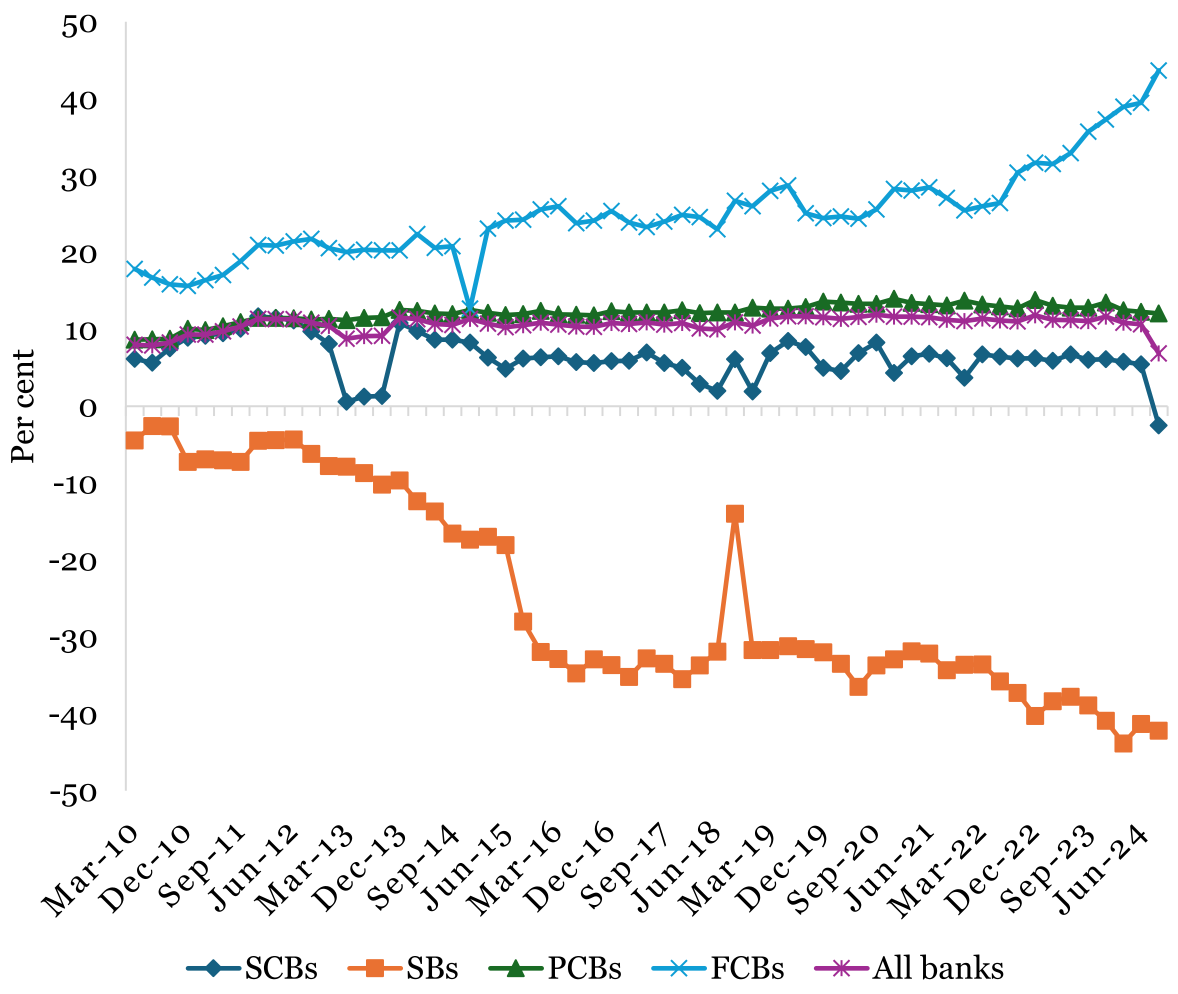

Source: Bangladesh Bank Quarterly

- ❑ সম্প্রতিক মাসগুলোতে ক্যাপিটাল-টু-রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট রেশিও (CRWA) হ্রাস পেয়েছে।
- ❑ জুন ২০২৪-এ মোট CRWA ছিল ১০.৬৪ শতাংশ, যা সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ কমে ৬.৮৬ শতাংশে নেমে এসেছে
  - ➢এটি ইঙ্গিত করে যে, ব্যাংকগুলোর অপ্রত্যাশিত ধাক্কা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা

চিত্র: ব্যাংক ধরনের ভিত্তিতে মোট খেলাপি ঋণের অনুপাত (শতকরা হার)

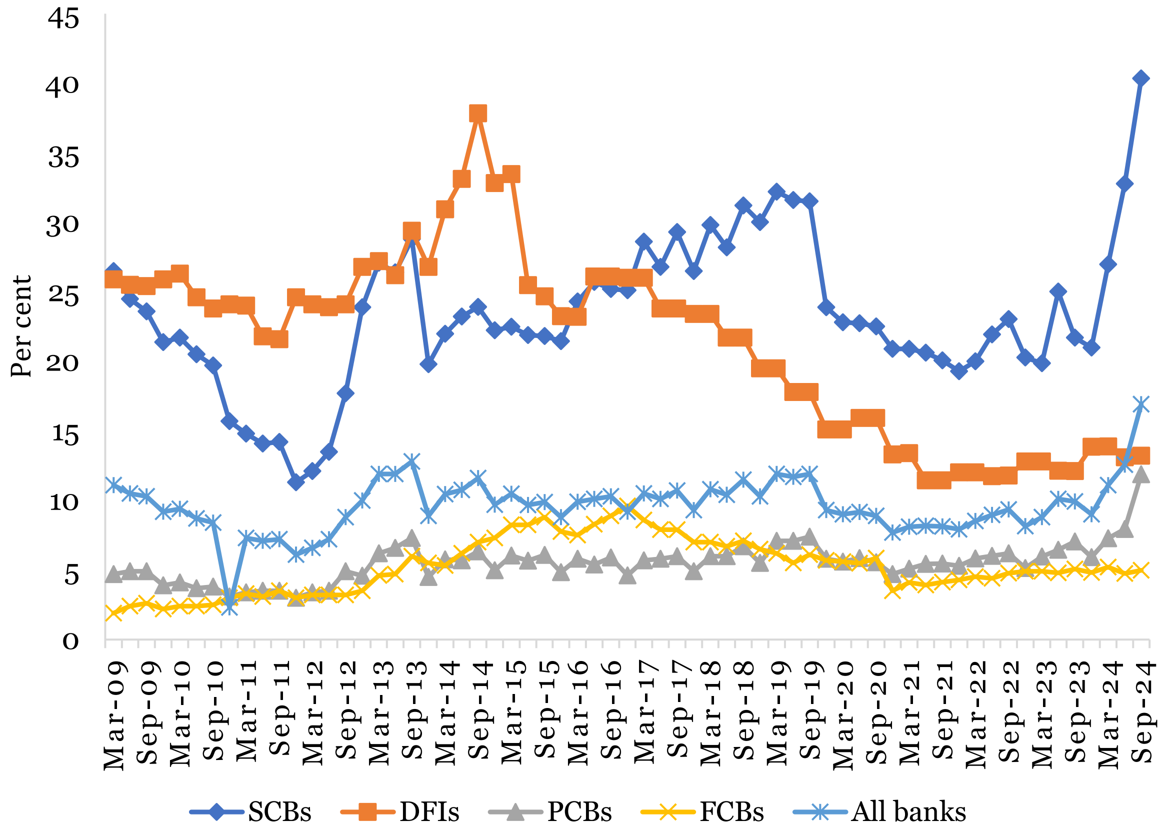

Source: Bangladesh Bank Quarterly

খেলাপি ঋণ ব্যাংকের সম্পদের মান ও তারল্য পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে

- সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৮৪,৯৭৭ কোটি টাকা
  - যা দেশের মোট অপরিশোধিত ঋণের প্রায় ১৭ শতাংশের সমান (বাংলাদেশ ব্যাংক)।
- মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির (SCBs) সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ হার ছিল ৪০.৩৫ শতাংশ
  - বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির (PCBs) খেলাপি ঋণের অনুপাত ছিল ১১.৮৮ শতাংশ।

ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা

চিত্র: খেলাপি ঋণ, জিডিপি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দের তুলনা

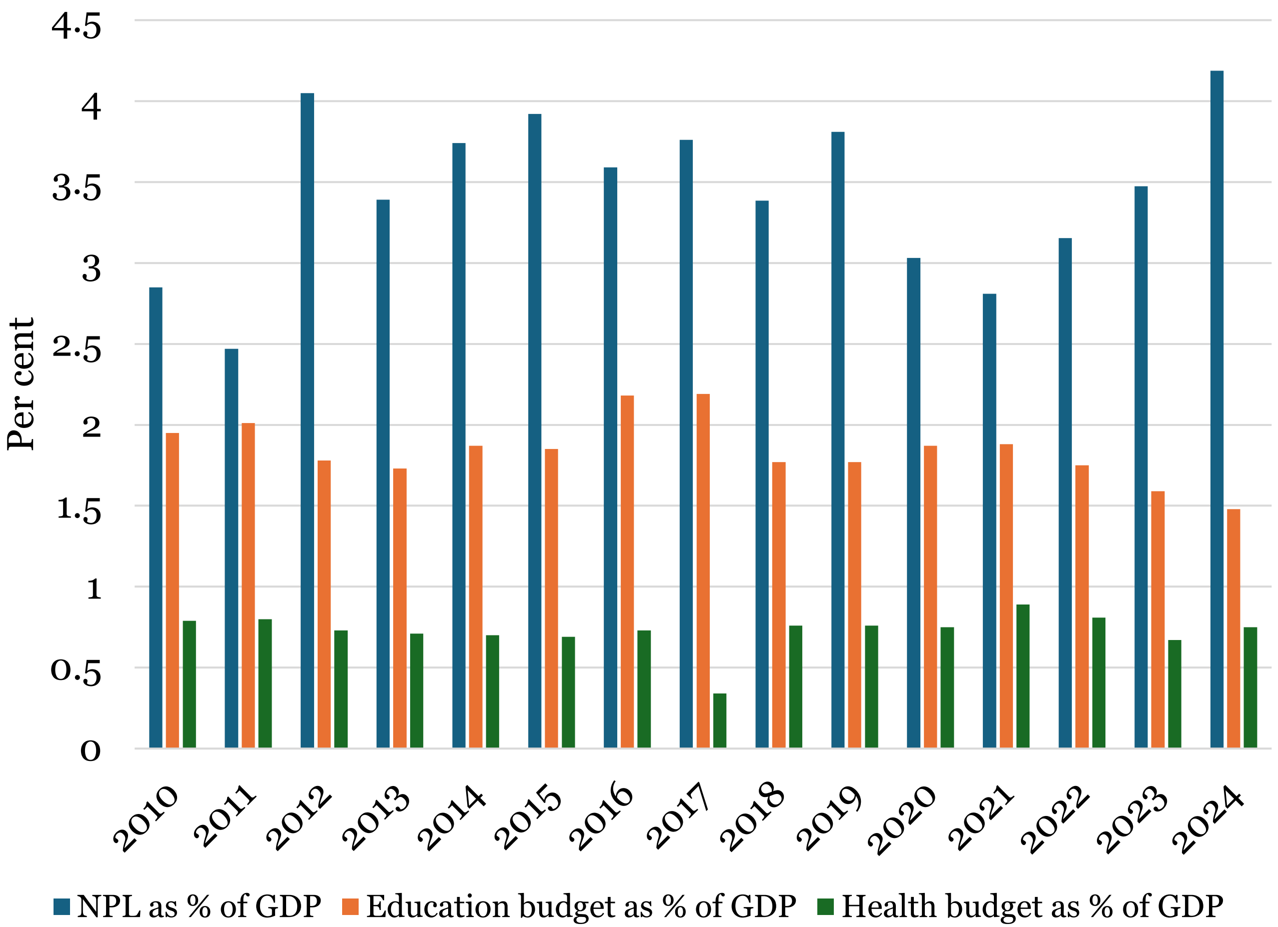

Source: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Bangladesh Bank Annual Report (various years), Budget documents (various years), Ministry of Finance

Note: NPL data is for calendar years; all other data are for fiscal years.

- খেলাপি ঋণের উচ্চ পরিমাণের কারণে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতে সম্পদ বরাদ্দ কমে যাচ্ছে।
- ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের চেয়েও বেশি।

ব্যাংকিং খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল মূল প্রতিবন্ধকতা

দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে অনেক ব্যাংকের কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা দুর্বল হয়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর কারণে

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ মোকাবেলার জন্য আইনগত কাঠামো, যা ২০০৩ সালের অর্থ ঋণ আদালত আইন এবং ১৯৯৭ সালের দেউলিয়া আইন দ্বারা পরিচালিত- তা কার্যকরী হয়নি

সময়োপযোগী এবং সঠিক তথ্যের অভাব ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা হ্রাস করেছে এবং ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের সুরক্ষা দিয়েছে।

চলমান চ্যালেঞ্জ সমাধানে কিছু পদক্ষেপ

- ❑ ব্যাংক রেজোলিউশন ধরনের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি খেলাপি ঋণ কমাতে সহায়ক হতে পারে।
  - ➢ বাংলাদেশের জন্য ব্যাংক রেজোলিউশন ধরনের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বেশি উপযুক্ত।
  - ➢ অন্যদিকে, অ্যাসেট পারচেজিং ধরনের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠার খরচের কারণে বড় আর্থিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।
- ❑ দুর্বল ব্যাংকগুলিকে শক্তিশালী ব্যাংকগুলির সাথে একীভূতকরণ (merger) করে ব্যাংক খাতের অবস্থা উন্নতি করা যেতে পারে।
  - ➢ একীভূতকরণ (merger) খেলাপি ঋণ কমাতে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে
  - ➢ তবে এটি করতে হলে সঠিক পরিকল্পনা, স্বচ্ছতা এবং কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন
  - ➢ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের টেকসই উন্নতির জন্য একটি কৌশলগত এবং সুপরিকল্পিত পন্থা অপরিহার্য।

চলমান চ্যালেঞ্জ সমাধানে কিছু পদক্ষেপ

- ❑ বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হলো—চুরি করে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করা।
  - ➢ চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যার সাথে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আইনগত প্রক্রিয়া জড়িত
  - ➢ তবে, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন এবং পেরুর মতো দেশে এই ধরনের সফল ঘটনাগুলি আমাদের সামনে রয়েছে।
- ❑ জাতিসংঘের চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার (StAR) উদ্যোগ বৈশ্বিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেয়, যাতে অবৈধ তহবিল স্থানান্তর প্রতিরোধ করা যায় এবং সম্পদ পুনরুদ্ধার করা যায়।
- ❑ বাংলাদেশ মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স (MLA) আইন এবং জাতীয় নৈতিকতা কৌশল গ্রহণ করেছে, তবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।
- ❑ প্রমাণ সংগ্রহ, সম্পদ সনাক্তকরণ এবং বিদেশি অঞ্চলে আদেশ বাস্তবায়নের জন্য MLA-এর অধীনে অনুরোধ করা প্রয়োজন।
  - ➢ StAR গাইডলাইনগুলো কার্যকর আইনগত প্রক্রিয়া এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপর জোর দেয়—যা বাংলাদেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং চুরি হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারে সহায়ক হতে পারে।

সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে তাৎক্ষণিক, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী সময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বিস্তৃত সংস্কার সুপারিশমালা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

❑বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শক্তিশালীকরণ

➢ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

- সঠিক উপায়ে ঋণ মঞ্জুরি নিশ্চিত করা
- একজন ঋণ গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সীমার উপরে ঋণ না দেওয়া
- ঋণ পুনঃতফসিল ও মাফ করার প্রক্রিয়া বন্ধ করা
- দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলির জন্য প্রশাসক নিয়োগ করা
- ব্যবস্থাপক ও পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন করা
- ব্যাংকের বোর্ডগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা
- ব্যাংকগুলোর বোর্ডের পরিচালকদের মেয়াদকাল সীমিত করা
- নিয়োগ এবং পদোন্নতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা
- ডিজিটাল ব্যাংক স্থগিত করা

➢ মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ

- ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং কমপ্লায়েন্স শক্তিশালী করা
- লাইফ-সাপোর্টে রাখা ব্যাংকগুলোকে বন্ধ করা

➢ দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ

- একীভূতকরণের পর দুর্বল ব্যাংকের বোর্ড পরিচালকদের বোর্ডে যোগদান থেকে নিষিদ্ধ করা
- ব্যাংকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা
- প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আপনার গ্রাহককে জানুন (e-KYC) শক্তিশালী করা

❑বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা

➢ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা
- পুঁজি পুনর্ভরণের মাধ্যমে ব্যাংক বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি বন্ধ করা
- নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স ইস্যু বন্ধ করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা প্রতিরোধ করা
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (BFIU) শক্তিশালী করা
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (FID) বন্ধ করা
- প্রাক্তন গভর্নরদের অপকর্মের জন্য জবাবদিহি করা
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সাইবার হ্যাকিংয়ের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

নির্দিষ্ট সুপারিশ

- মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ
  - দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোর জন্য একটি প্রস্থান নীতি প্রণয়ন করা।
- দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ
  - সরকারি কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হওয়া থেকে বিরত রাখা (বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সংশোধিত আইন অনুযায়ী)

আইন ও বিচারিক পরিবেশ উন্নয়ন করা

- স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ
  - বিশেষায়িত আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা
  - দেউলিয়া আইন সংশোধন করা
  - ব্যাংকিং কোম্পানি আইন সংশোধন করা
  - কোনো ব্যবসা গ্রুপের একটি কোম্পানি ঋণ খেলাপি হলে অন্যগুলোকে ঋণ না দেওয়া
  - ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ এবং সম্পদ তরলীকরণ করা
  - ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের লেনদেন বন্ধ করা এবং সেই তথ্য গণমাধ্যমে প্রচার করা
  - আরো কঠোর শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা
  - আইনগত ফাঁকফোকর বন্ধ করা
  - চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করা

নির্দিষ্ট সুপারিশ

➢ মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ

- ঋণ খেলাপি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলার জট কমানোর জন্য বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

➢ দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ

- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) কার্যক্রম অনুসরণ করা।

❑সঠিক ও সময়মত তথ্য নিশ্চিত করা

➢ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

- রিপোর্ট ও ডেটা প্রকাশ করা
- বাসেল-৩ (BASEL III) পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা
- ঋণ শ্রেণীকরণ পদ্ধতি উন্নত করা
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা

➢ মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ

- ব্যাংকের গ্রহকদের তথ্য সুরক্ষিত রাখা

শেষকথা

- সংস্কার পদক্ষেপগুলো ত্বরান্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদীভাবে কার্যকর করা উচিত।
- তবে, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী মহলকে মোকাবেলা করে এই খাত সংস্কার সম্ভব নয়। তাই ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও সুশাসন বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের সম্ভাবনা বাড়াতে হবে।

৯. উপসংহার

উপসংহার

- বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে
- যার মধ্যে দুর্বল রাজস্ব আহরণের ফলে আর্থিক সংকুলানের স্থান সংকোচন, বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক ঋণের উপর অত্যধিক নির্ভরতা, ব্যাংকগুলিতে তারল্যের সংকট, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চ মূল্য, স্তিমিত বিনিয়োগ পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক রিজার্ভের হ্রাস সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে
- ২০২৪ সালের জুলাই মাসে গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অর্থনীতির এসকল গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন
- এই বহুমুখী চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজন যার ভেতর রয়েছেঃ
  - জনসাধারণের জন্য প্রাত্যহিক জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা
  - দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা
  - অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলিকে শক্তিশালী করার জন্য টেকসই সংস্কার বাস্তবায়ন করা

- বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বহুমুখী চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠা, অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা এবং প্রান্তিক, নিম্ন এবং সীমিত আয়ের মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজন
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য সামনের মাসগুলিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে হবে
  - এই কৌশল একই সাথে তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলা করবে এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের সূচনা করবে

ধন্যবাদ

cpd.org.bd

CPDBangladesh

https://cpd.org.bd

CPDBangladesh

cpd_bangladesh